শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

# শ্রীমনঃশিক্ষা।

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস-বিরচিত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৪০নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, সিমুলিয়া,

'ভক্তের জয়' কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত।

৬ই মাঘ; শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৭।

বঙ্গাব্দ, ১৩১৯।

মূল্য ৵০

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

# সম্পাদকের নিবেদন।

রাজা ও প্রজা লইয়াই রাজ্য। সেই রাজা ও প্রজা আবার যদি পরস্পর প্রীতি সূত্রে গ্রথিত থাকেন,—উভয়ে যদি উভয়ের মনের মত হয়েন, তবেই সে রাজ্যে রাজা-প্রজা উভয়েরই সুখ। কিন্তু এই প্রীতি-বন্ধনের মূল সূত্র হইল,—সৎ-শিক্ষা। রাজা নিজে সাধুচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইবেন, কু-মন্ত্রীর কু-শিক্ষায় উপেক্ষা করিয়া প্রজাকেও সেই শিক্ষায় দীক্ষিত করিবেন, তবেই না উভয়ে উভয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের সুখ সমৃদ্ধির অভিবৃদ্ধি করিতে পারিবেন? আর রাজা যদি নিজে কু-শিক্ষিত হন, তার উপর আবার সু মন্ত্রী সু-মন্ত্রণা না শুনিয়া কু মন্ত্রীর কু-মন্ত্রণায় পরিচালিত হইতে থাকেন, তবে প্রজা সু-শিক্ষিত থাকিলেও ক্রমে কু-শিক্ষিত হইয়া পড়িবেন। এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর প্রীতি বা অপ্রীতি কোন দিকেই কোন পক্ষের মঙ্গল নাই,—সুতরাং রাজ্যেরও মঙ্গল নাই।

আমাদের দেহ-রাজ্যের রাজা হইলেন,—মন, আর ইন্দ্রিয়গণ হইলেন,—প্রজা। এখন এই মন রাজা যদি সু-শিক্ষিত হন, তবেই তাঁহার অধীন প্রজাবর্গ—ইন্দ্রিয়গণ আপনা-আপনি সু-শিক্ষিত হইয়া উঠেন। ফলে সু-শিক্ষার গুণে উভয়েই উভয়ের প্রীতিকর অনুষ্ঠানে দেহ-রাজ্যের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। আর মন রাজা যদি অশিক্ষিত হন,—কু-বুদ্ধি কু-মন্ত্রীর কু-মন্ত্রণায় দুর্ব্বল প্রজা ইন্দ্রিয়গণের উপর অযথা উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তবে এ দেহ-রাজ্য বিনষ্ট হইতে বড় বিলম্ব হয় না।

এ দেহ-রাজ্যের কল্যাণটা কি? কল্যাণটা হইতেছে,—নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রাপ্তি। ধন বল জন বল, স্বর্গ বল অপবর্গ বল, সকলই তো আনন্দের জন্য? এ সকলের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আনন্দ

এই দেহ-রাজ্যে লাভ করা যাইতে পারে, যদি এ রাজ্যের রাজা মন সু-শিক্ষিত হন। সেই আনন্দই—নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। ইহারই অপর নাম—শ্রীভগবানের শ্রীচরণসরোজের শ্রীসেবানন্দ

প্রেমিক কবি প্রেমানন্দ দাস আপামর সাধারণ সকলকেই সেই আনন্দের অধিকারী করিবার নিমিত্ত উচ্ছ্বাসময়ী-ভাষায় এই "মনঃশিক্ষা" প্রণয়ন করিয়াছেন। আপন আপন মনকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে নিত্যানন্দ লাভের আর ভাবনা কিসের? মনঃশিক্ষণের প্রকারভেদ-উদ্ভাবনে কবি এমনই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন যে, দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত শতমুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কবির রচনা-প্রণালীই বা কি সুন্দর, আধুনিক অনেক নামজাদা কবিকেও এই অতি প্রাচীন রচনার কাছে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে হয়।

এই গ্রন্থ-রত্ন বহুদিন বটতলার আবর্জ্জনাক্ষেত্রে পড়িয়াছিলেন বহু-বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীমান্ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী তথা হইতে ইঁহাকে উদ্ধার করেন। তাঁহার সংস্করণ অবলম্বন করিয়াই আমরা এই সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইলেই আমরা ইঁহার মনোগত টীকাব্যাখ্যাযুক্ত সংস্করণ প্রকাশে যত্নবান্ হইব। ইতি—

কলিকাতা<br>নাথ গোস্বামীর লেন,<br>সিমুলিয়া

বৈষ্ণবদাসানুদাস<br>শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী<br>সম্পাদক।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরায় নমঃ

# শ্রীমনঃশিক্ষা।

জয় গৌরচন্দ্র সর্ববেদ-অগোচর।
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় করুণাসাগর॥
অদ্বৈত আচার্য্য জয় ভক্তের ঈশ্বর।
কৃপাদৃষ্টে চাহ প্রভু! মুঞি জীবাধম।

( ১ )

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।

হেন অবতার, ভবে কি হ'য়েছে,
হেন প্রেম পরচার॥

দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।

হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিলা,
যাচি গিয়া ঘরেঘরে॥

ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে,
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল-সোর।
কহে প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল তোর॥

( ২ )

এ মন! শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম, অতি অদ্ভুত,
শ্রুত হৈল কার কাণে॥

শ্রীকৃষ্ণনামের, স-গুণ-মহিমা,
কেবা জানাইত আর।
বৃন্দাবিপিনের, মহা মধুরিমা,
প্রবেশ হইত কার॥
কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য,
রস যশ চমৎকার।
তার অনুভব, সাত্ত্বিক বিকার,
গোচর ছিল বা কার॥
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস,
প্রেম-পরকীয়া-তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারিসীমা,
কার গতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য,
পরম করুণা করি।
বিধি-অগোচর, যে প্রেমবিকার,
প্রকাশে' জগত ভরি॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল,
যাচিয়ে দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ,
অন্তরে ধরিয়া দোল॥

---

( ৩ )

ওরে মন! শুনশুন তু অতি বর্ব্বর।
শত-সন্ধি-জরজর, পেয়ে এই কলেবর,
কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর॥
নানাধিকা ব্যাধি যত, বেড়িয়ে আছয়ে কত,
কি জানি কখন কেবা নাশে।
এ শরীর আমার বলি, নিজ প্রভু পাসরিলি,
শমনকিঙ্কর দেখি হাসে॥
যে দেহ আপন-জ্ঞানে, যত্ন কর রাত্রিদিনে,
হবে ক্রমশঃ কত বেশ।
পরমাত্মা ভগবান, গেলে হবে অন্তর্দ্ধান,
ভস্ম কীট কৃমি অবশেষ॥
নিদ্রাতে পড়িলে মন, কোথা ঘর দ্বার ধন,
স্ত্রী পুত্র বান্ধব থাকে কথি।
ইহাতে না লাগে ধন্দ, তবু কার্য্য কর মন্দ,
না চিন্তিলে আপনার গতি॥
নিতিনিতি জীব মর, ইথে না বিচার কর,
এমতি যাইবে একবার।
কহে দীন প্রেমানন্দ, ভজ কৃষ্ণপদদ্বন্দ,
মায়াপাশ ঘুচিবে গলার॥

( ৪ )

ওরে মন! কিসে কর দেহের গুমান।
মৈলে দেহের যে অবস্থা, নহ কি তাহার জ্ঞাতা,
দেখিয়ে শুনিয়ে নহে জ্ঞান।
ভূষণে ভূষিত যেই, পাড়িয়ে পাড়িবে সেই,
পুড়িবে করিবে দেহ ছাই।
কুক্কুর-শকুনি-শিবে, বেড়িয়ে খাইবে কিবে,
কিংবা কৃমি, ইহা কি এড়াই॥
সত্যে লক্ষবর্ষ যারা, কেহ নাকি আছে তারা,
এবে কলি, কি আয়ু তোমার।
চরাচর দেখ যত, সকলি হইবে হত,
ধন জন সম্পদ আর॥
কৃষ্ণ হৈতে জন্ম তোর, মায়াতে ভুলিয়া ভোর,
চুরী দারী প্রবঞ্চ-বচনে।
আপন উদ্ধারপথে, তিলে দৃষ্টি নাহি তাতে,
নরকের হেতু রাত্রিদিনে॥
চারি যুগে ত্রিভুবনে, ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানে,
সত্যাসত্য হরিনাম সার।
স্মৃতি ছাড়ি হরিপদে, ভুলিলে সংসারমদে,
এ সুখ লুটিবে যমদ্বার॥
কহে প্রেমানন্দদাস, দন্তে তৃণ গলে বাস,
হরিহরি কহ ওরে ভাই।

যদি হরি বল বক্ত্রে, ফুকার করয়ে শাস্ত্রে,
ত্রিভুবনে তার সম নাই ॥

( ৫ )

এ মন ! তুমি বা ভুলেছ কিসে।

তোমারে দেখিয়া, শমনকিঙ্কর,
হাতে তালি দিয়া হাসে ॥
রাত্রিদিনে কত, অসত পচাল,
শ্রীহরি কহিতে নারো।
এমন দুর্ল্লভ, জনম পাইয়ে,
কি সুখে এ ক্ষেপ হারো ॥
ধনজনে যত, আপনা বলিছ,
কে তোর যাইবে সাথে।
গায়ের গুমানে, পিছু না গণিলি,
ঠেকিলি শমন-হাতে ॥
দেখিয়ে শুনিয়ে, বুঝিতে নারিলি,
অসারে জানিলি সার।
আপনার মাথা, আপনি ভাঙ্গিলি,
বলনা এ দোষ কার ॥
এখন তখন, কখন কি জানি,
হাসিতে খেলিতে পড়ি।
এ সুখ স্মরিবে, গলায়ে যখন,
চড়িবে চামের দড়ি ॥

বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
শমন তরিবে সুখে।
কহে প্রেমানন্দ, হরি না ভজিলি,
কালি-চূণ তোর মুখে ॥

( ৬ )

এ মন ! আর কি মানুষ হবে।
ভারতভূমেতে, জনম লইয়ে,
সে কাজ করিলি কবে ॥
প্রথম জননী- কোলেতে কৌতুক,
নাহি ছিল জ্ঞান আর।
শিশুর সহিতে, খেলালি বেড়ালি,
পৌগণ্ড এমতি পার ॥
প্রকৃতি অর্থ, অনর্থ হইল,
সে মদে হইলি ভোর।
বুঝিতে নারিয়ে, কামিনী সাপিনী,
মাতিয়ে রাখিলি ক্রোড় ॥
সুত সুতা ল'য়ে, মগন রহিলি,
ভুলিয়ে পূরব কথা।
মায়ের উদরে, কত না কহিলি,
যখন পাইলি ব্যথা ॥
চতুর্থে আসিয়ে, জরায় ঘেরিল,
সামর্থ্য হইল হীন।

তবু তোর মোর, না ঘুচে বচন,
শমন গণিছে দিন ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়ে, হরিহরি বল,
নিকটে শমন ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে নাম লইলে,
শমন-গমন নাই ॥

( ৭ )

ওরে মন ! দেখি শুনি না বুঝ আপনা।
কেবা তুমি কোথা হৈতে, জন্মিয়াছ জীয় কাতে,
কেবা মারে কাহার ঘটনা ॥
গর্ব্ভে ঘোর যন্ত্রণাতে, কে রক্ষা করিল তাতে,
কে ক্ষীর রাখিল মার স্তনে।
অজ্ঞানে এমন জ্ঞান, স্তন ধরি দুগ্ধপান,
কোথা পেলি এসব সন্ধানে ॥
একা মাত্র এলি হেথা, স্ত্রী-পুত্র বা ছিল কোথা,
এবে কিসে বলহ আপনা।
আমি বল যেই দেহ, হেতায় পড়িবে সেহ,
কেবা আর হইবে আপনা ॥
কার হ'য়ে কার বল, নিজ প্রভু কেন ভুল,
তিনলোক-বন্ধু মাত্র সেই।
কহে প্রেমানন্দ মন, ভজ হরি শ্রীচরণ,
মায়া-বন্ধ ধাঁধা যাবে এই

( ৮ )

ওরে মন! কি রসে হইয়া ভোর।
কি বলিয়া এলি সেথা, কি কাজ বা কর হেথা,
তিলেক চেতন নাহি তোর॥
পুত্র দারা সম্পদ, জীবন যৌবন মদ,
যে কর সে সকলি অসার।
জলবিম্ব কতক্ষণ, তেমতি জানিহ মন,
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ মাত্র সার॥
যে দিন যে গেল যায়, যা আছে সামাল তায়,
কালদূত দাঁড়াইয়া পথে।
ছাড়িয়া অন্যথা কাম, বল রাধাকৃষ্ণ-নাম,
কভু দেখা না হবে তা-সাথে॥
আজ্ঞাকারী ব্রহ্মা হর, শমন কিঙ্কর যার,
সুর মুনি যে পদ ধেয়ায়।
হেন কৃষ্ণপদ ছাড়ি, গলে দিয়া মায়াদড়ি,
দুঃখ দেহ কেন রে আমায়॥
প্রেমানন্দ কহে ভাই, হরি বিনা গতি নাই,
ভজ হরিচরণারবিন্দে।
সংসার-সাগরে পড়ি, কেন কর কাড়াবাড়ি,
কহ কৃষ্ণ তরিবে আনন্দে॥

( ৯ )

এ মন! এখন কর কি কাম।

জাননা কি বলি, শমন-খাতায়,
লিখিয়া এসেছ নাম॥

দেখনা ভুলিয়া, কি কাজ করিছ,
দূতেরা জানায় সাঁটে।

তখনি এ সব, কাগজ ধরিয়া,
পলকেপলকে আঁটে॥

উলটি পালটি, নাড়িছে দেখিছে,
যখন ফুরাবে জমা।

অভ্রম করিয়া, বান্ধিবে লইয়া,
বুঝিয়া দে ভাই ক্ষমা॥

গলে দড়ি দিয়া, নরকে ডুবাবে,
যখন দেখিবে পাপ।

যদি না থাকয়ে, আদরে গৌরবে,
সে তোরে বলিবে বাপ॥

হওনা এখানে, রাজা কি দেওয়ান,
ধনী বা কুলীন মানী।

তা বলি সেখানে, আদর নহিবে,
আপনা সামাল জানি॥

বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
কি ছার সুখেতে ভোর।

কহে প্রেমানন্দ, শমন তরিতে,
এ বড় সুলভ তোর ॥

( ১০ )

এ মন ! বদনে বলহ হরিহরি।
হেলায় জনম, বিফলে গোঙালি,
দেখনা কখন মরি ॥
মদনে চঞ্চল, বিকল হইয়া,
সদাই কুপথে ধা'লি।
পূরব স্মরিয়া, বুঝনা তুমি কি,
ইহাই করিতে আ'লি ॥
ব্যাপারে আসিয়া, মূল হারাইছ,
তল্লাস করি না চাও।
ঠকের সহিতে, যে তোর মিতালি,
কবে বা সে বোধ পাও ॥
জাননা নরকে, ফেলিয়া পচাবে,
অন্তক যাহার নাম।
এখন তখন, কখন আসিয়া,
গলায় বান্ধিবে দাম ॥
ভারতভুবনে, মানুষজনম,
এমন আর বা কবে।
ইহাতে না হ'লো, তখন হবে কি,
শৃগাল কুক্কুর যবে ॥

বল হরিহরি, শমনে রাখহ,
তাহারে করহ রাজি।
কহে প্রেমানন্দ, ইহাতে যে ভুলে,
সে মেনে বড়ই পাজি॥

( ১১ )

ওরে মন! শুনশুন তো বড়ি গোচার।
ছাড়িয়া সতের সঙ্গ, অসৎসঙ্গে সদা রঙ্গ,
পরিণাম না কর বিচার॥
কামাদির বশ হয়্যা, সদা ফির মত্ত হৈয়া,
জান তোমা অক্ষর অমর।
দণ্ডকর্ত্তা আছে যেই, দণ্ডেদণ্ডে লিখে সেই,
তিলেকে ভাঙ্গিবে গর্ব্ব তোর॥
খরপ্রায় বহ ভার, যেবা কন্যা পুত্র দার,
পাল' যারে আপনা জানিয়া।
যবে কাল বান্ধি লবে, এ দেহ পড়িয়া রবে,
দেখি মুখ রহিবে ফিরিয়া॥
করিয়া বাহির-বাটা, গৃহে দিবে ছড়াঝাটা,
স্নান ক'রে পবিত্র লাগিয়া।
কহ দেখি কেবা ছিল, কাহার আদর কৈল,
এবে কেন ফেলে পোড়াইয়া॥
কহে প্রেমানন্দ চিত, যদি চাহ নিজ হিত,
কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ শ্বাসশ্বাস।

হরি জগতের কর্ত্তা, হরি তিনলোক-ত্রাতা,
ভজি হরি কাট কর্ম্মফাঁস ॥

( ১২ )

ওরে মন! কিছু বোধ নাহিক তোমার।
না চল সতের মত, নীচসঙ্গে সদা রত,
সংসার জানিছ কিবা সার ॥
মত্ত হঞা ধনে জনে, পরকাল নাহি জ্ঞানে,
মিছা-কাজে কেন কাট আই।
যবে আসি কাল-দূতে, বান্ধিবে গলায় হাতে,
তবে দিবে কাহার দোহাই ॥
স্ত্রী-পুত্র বান্ধব যারা, দাণ্ডায়ে দেখিবে তারা,
দণ্ডেক রাখিতে শক্তি নারে।
বস্ত্রাদি লইবে টানি, সঙ্গে মাত্র দিবে কানি,
জন্মাবধি পোষহ যাহারে ॥
কারা তব পিতা মাতা, অসময়ে কেবা ত্রাতা,
কার লাগি ঝুর রাত্রিদিনে।
এমন বিপত্তিকালে, যার নামে তরি হেলে,
হেন প্রভু নাহিক স্মরণে ॥
ছাড় সব ধান্ধাবাজি, শমনে করহ রাজি,
হরিহরি কহ অবিশ্রাম।
প্রেমানন্দ কহে ভাই, হরি বিনে গতি নাই,
ভজ হরি, ত্যজ অন্য কাম ॥

( ১৩ )

এ মন! বুঝিয়া বুঝিতে নার।

সেখানে কি কথা, কহিয়া আইলি,
এখানে কি কাজ কর॥
কি সুখে ভুলিছ, পাছু না গণিছ,
শমন দেখনা পাছে।
যখন লইবে, কেহ না জানিবে,
শতেক থাকিলে কাছে॥
যত পরিজন, যতনে পালিছ,
মাথায় বহিয়া ভারা।
দিবস-রজনী, ভাবিতে গণিতে,
আপনি হইলি সারা॥
চুরি প্রবঞ্চনা, কত না করিছ,
যাদের সুখের লাগি।
যখন এ পাপে, নরকে ডুবাবে,
তখন কে তোর ভাগী॥
কোথা হৈতে আইসে, কোথা বা কে যায়,
দেখনা কে কার সাথি।
কিসে সে আপন, হইল কখন,
তোমার আমার তাথি॥
বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
এ তিন-লোকের বন্ধু।

কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রভাবে,
তরিবে এ ভব-সিন্ধু ॥

( ১৪ )

এ মন ! এ তোর কেমন রীত।
আপনা খাইলি, পিছু না চাহিলি,
কিছু না গণিলি হিত ॥
সংসারে আইছ, উদর পূরিছ,
সুখেতে শুয়েছ খাটে।
দেখনা শমন, করিবে দমন,
চর বসায়েছে বাটে ॥
সময় পাইবে, আসিয়া লইবে,
বান্ধিয়া চামের দড়ী।
কেহ না রাখিবে, দেখিয়া থাকিবে,
এ দেহ রহিবে পড়ি ॥
এ ধন সম্পদ, করিছ যে মদ,
ইহা বা রহিবে কোথা।
কি ল'য়ে যাইবে, ইহা কে খাইবে,
এ সুখ দিবেক তথা ॥
যে তোর আপনা, করিছ জপনা,
এ আর কারে না পাও।
ভাবিয়া দেখনা, যেমন বেদনা,
সে তার যাহার খাও

ছাড়ি কুটিনাটি, হাতে ধর লাঠি,
হরিহরি বল মুখে।
কহে প্রেমানন্দ, এ বড়ি আনন্দ,
শমন তরিবে সুখে॥

( ১৫ )

ওরে মন! ভাল সে ভরসা কৈনু তোর।
পূরব যতেক কথা, সব ঘুচাইলে হেথা,
কি সুখে হইয়া রৈলি ভোর॥
কাম-আদি শত্রুগণে, মিশাইয়া তার সনে,
সতত করহ টানাটানি।
আপনার নিজ কাজ, তাহাতে পাড়িলে বাজ,
অসতকে সৎ বলি জানি॥
অসৎ-চেষ্টা কুটিনাটি, করি কেন খাও মাটি,
কেবা তুমি আপনাকে চিন।
যার সুখে চুরি-করা, সবে এড়াইবে তারা,
তুমি আমি কভু নহে ভিন॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
যার আগে মোক্ষাদিক ক্ষার।
কহে প্রেমানন্দদাস, পূরাহ মনের আশ,
পাগলাই না করিহ আর॥

( ১৬ )

ওরে মন! ধিক্ রে তোমায়।

পাইয়া মনুষ্যজন্ম, না চিন্তিলে কৃষ্ণকর্ম্ম,

বৃথা জন্ম গেল রে খেলায়॥

কতেক সুকৃতিফলে, মানুষ-উত্তম-কুলে,

তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম।

ধন্য কলিযুগ তাতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে,

প্রকাশিলা 'নাম' মাত্র ধর্ম্ম॥

পায়ে ধরি ছাড় ভ্রম, কিছু নাহি পরিশ্রম,

কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ অবিরাম।

কহ লক্ষ কথা আন, তাহে না আলিস-জ্ঞান,

কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণনাম॥

এ যদি না শুন ভাই, তবে আর গতি নাই,

হেন জন্ম না হইবে আর।

কহে প্রেমানন্দ এবে, না ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে,

কোটিকল্পে নাহিক নিস্তার॥

( ১৭ )

এ মন! তুমি সে অবোধ বড়।

দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিয়া,

করিতে না পার দড়॥

কে সার অসার, না কর বিচার,

কে তুমি কর কি কাজ।

পরের কারণে, শরীর খোয়ালি,
আপন কাজেতে বাজ ॥
এ ধন এ জন, আপনা ভাবিছ,
সে তোর বুদ্ধির ভুল।
এখন তখন, কখন কি হয়,
বুঝনা আপন মূল ॥
দেখনা জীবন, কেবল পবন,
যাইতে কি তার বাধা।
কিসের কারণে, এতেক আরতি,
খাটিয়া মরিছ গাধা ॥
দিবস-রজনী তিলে না বিরাম,
গণিছ পড়িছ কিবা।
রবির নন্দন, আসিবে যখন,
তারে কি উত্তর দিবা ॥
বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
বসিয়া সাধুর সঙ্গ।
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনে,
আপনি দিবে সে ভঙ্গ ॥

( ১৮ )

এ মন! তোর কি করম কু।
অসতে ভুলিলি, আপনা মজালি,
চিনিতে নারিলি সু ॥

কুযোনি যতেক, ভ্রমিয়া কতেক,
পাঞাছ মানুষদেহ।
মুখের অলসে, হরি না বলিলি,
বিফলে গোঙালি সেহ॥
দেহের গুমানে, পিছু না গণিলি,
আপনা জানিলি যা।
তিলেকে গরব, হইবে খরব,
কোথা বা রহিবে তা॥
জান না শমন-, হাতেতে দমন,
রুষিয়া ব'সেছে সে।
আসিয়া যখন, করিবে বন্ধন,
তখন রাখিবে কে॥
করহ বিচার, আছে একবার,
মরণ এড়াবে কে।
হরি যে বলিল, আপনা সারিল,
শমন জিনিল সে॥
তোর পায়ে ধরি, বল হরিহরি,
সুস্থির করিয়া ধী
কহে প্রেমানন্দে, অধর-আনন্দে,
যমকে ডর বা কি॥

---

( ১৯ )

ওরে মন! রুচি নহে কেন কৃষ্ণনাম।

তবে জানি পূর্ব্বজন্মে, আছে কত পাপকর্ম্মে,

তে লাগি বিধাতা তোরে বাম॥

যদি অন্য কথা পাও, আঁটিয়া সাঁটিয়া কও,

কৃষ্ণনাম লইতে আলিস।

যদি শুন কৃষ্ণ-কথা, বজ্র যেন পড়ে মাথা,

ঘুমে ঝুমে তল্লাস' বালিস॥

যদি হয় অসৎ কথা, মুখেতে চিয়ায় তথা,

শুনিতে বাঢ়য়ে কত রতি।

নীচ-সঙ্গে সদা বাস, সাধুজন দেখি হাস,

কুলটা বন্দিয়া নিন্দ' সতী॥

শ্রাদ্ধদেব অধিকারী, ভাঙ্গিবে এ ভারিভুরি,

আসি দূত লইবে বান্ধিয়া।

কি গুমান কর দেহ, পচি গলি যাবে এহ,

ধন জন রহিবে পড়িয়া।

যে সুখে হ'য়েছ মত্ত, বুঝি দেখ তার তত্ত্ব,

ইহা তোর রহিবে কোথায়।

আজি মর, মর কালি, মরণ এ নহে গালি,

কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ দিন যায়॥

যে কৈলে সে কৈলে মন, এবে হও সাবধান,

ফিরে বৈস কে তোরে হারায়।

কহে প্রেমানন্দ সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
শমন জিনিয়া উঠ নায়॥

( ২০ )

ওরে মন! তোমার চরিত্রে লাগে ধন্দ।
তাই তোরে লাগে ভাল, যাতে নষ্ট পরকাল,
কি জানি কি কর্ম্ম তোর মন্দ॥
কুসঙ্গে অসৎকথা, সর্ব্বদা প্রবৃত্তি তথা,
সাধু-সঙ্গ কাঁটা হেন জ্ঞান।
যদি দৈবে কভু হয়, তবে যেন বিন্ধে গায়,
উযিপুযি করিয়া প্রস্থান॥
কৃষ্ণলীলাগুণগান, যদি হয় কোন স্থান,
যদি বেড়ে পড় কোন দিনে।
থাকিতে কিঞ্চিৎ কাল, বাপ’ হৈল কি জঞ্জাল,
বিশ্রাম করিলে জীয়ে প্রাণে॥
প্রহর বা দণ্ড পল, তাহাতে সর্ব্বস্ব তল,
ভাবি এই উঠি যাও চ’লে।
যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে, ছ’মাস বৎসর পাড়ে,
তবে সংসার কে রাগে সেকালে॥
সৃষ্টি করিয়াছে যেই, অবশ্য পালিবে সেই,
নহে কেন সংহার না করে।
দেখ যাঁর আজ্ঞাবোলে, মাটিকে ভাসায় জলে,
চন্দ্র সূর্য্য উদয় যাঁর ডরে॥

সেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মা-আদি আজ্ঞাকর,
হেন কৃষ্ণ ভুল কেন ভাই।
প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ,
তবে কর্ম্ম-বন্ধন এড়াই॥

( ২১ )

এ মন! তোমারে বলিব কত।
শুনিয়া শুননা, জানিয়া জাননা,
না ছাড় আপন মত॥
এ কাল গুণিছ, পরে না ভাবিছ
আপনাআপনি বড়।
পিছু যে মরণ, আছ বিস্মরণ,
দেখনা কখন পড়॥
জান কি অমর, এ বাড়ী এ ঘর,
এ মোর এ মোর কথা।
ক্ষণেকে সকল, হইবে বিকল,
তুমি বা থাকিবে কোথা॥
যে তনু আপন, তা নাকি কখন,
সংহতি করিয়া লবে।
তুমি বা কাহার, কেবা বা তোমার,
কে আর আপন হবে॥

এ ধন কামিনী, দিবস-যামিনী,
আমোদে গোঙালি সব।
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলা,
দণ্ডেক পলক লব ॥
ওরে দুরাচার, না কর বিচার,
তরিতে শমন-দায়।
কহে প্রেমানন্দ, কৃষ্ণ-পদদ্বন্দ্ব,
সদা ভাব' ডর কায় ॥

( ২২ )

এ মন! তুমি সে ভাবিছ কিবা।
না জানি এতেক, তুমি এ সংসারে,
কতেক কাল বা জীবা ॥
আপনাআপনি, জানিছ চতুর,
গায়ের গরবে জোর।
এ-কাল চাহিয়া, সে-কাল হারালি,
এ কোন্ চাতুরী তোর ॥
ধন জন যত, আপনা জানিছ,
এখন বুঝিছ ভাল।
কটির কৌপীন, ছাড়িয়া চলিবে,
যখন বান্ধিবে কাল ॥

ভারতভূমেতে, মানুষ-জনম,
দেখনা কতেক শ্রমে।
এমন জনমে, হরি না ভজিলি,
কুসঙ্গে হারালি ভ্রমে॥
শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রবণের পথ,
না কৈলি সন্তের সঙ্গ।
অসতে মজিয়া, দিবস গোঙালি,
এ আর কেমন ঢঙ্গ॥
যে কৈলি সে কৈলি, শুন রে পামর,
কি ছার সুখেতে রত।
কহে প্রেমানন্দ, হরিহরি বল,
আনন্দে ভাসিবি কত॥

( ২৩ )

ওরে মন! তুমি সে ডুবাও ভবকূপে।
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, তোর বশ অনুক্ষণ,
স্বতন্ত্র না হয় কোনরূপে॥
যে দেখাহ দেখে নেত্রে, কাণে শুনে তোমা সাথে,
যেখানে চালাও চলে পা।
যে কথা যে রসে রত, জিহ্বা লয় তার মত,
তো বিনু নাড়িতে নারে পা॥

সেই কর পরিশ্রম, কেন না ঘুচাও ভ্রম,
ভাল মন্দ না চাহ ফিরিয়ে।
কিবা নিত্য অনিত্য, ভাবিয়া না বুঝ চিত্ত,
বিষ খাও অমৃত ত্যজিয়ে॥
সাক্ষাতে না দেখ কত, মরি যায় শতশত,
ধন জন ফেলায়ে হেথাই।
জন্ম ভরি যত ক্লেশ, সব অকারণ শেষ,
সঙ্গের সম্বল কোথা ভাই॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, হও সেই ধনের ধনী,
ভরি লহ বদন-কুঠারী।
খাও বিলাও নাহি ক্ষয়, যম জিন যাকু ভয়,
ডঙ্কা পড়ুক ত্রিভুবন ভরি॥
সাধুসঙ্গে লওয়া-দেওয়া, লাভে-মূলে যাবে পাওয়া,
ঠক-সঙ্গে না করিহ মেলা।
যদি কর ফল পাবে, লাভে-মূলে হারাইবে,
প্রেমানন্দ কহে তবে গেলা॥

( ২৪ )

ওরে মন! বৃথা কেন কর্ম্মেরে দোষাও।
মানুষ-উত্তম-দেহ, ভারতবর্ষেতে সেহ,
ইহার অধিক কিবা চাও॥
বিচারিয়া দেখ তন্ত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণমন্ত্র,
উপাসনা হইয়াছে তাই।

তাতে কলিযুগ ধন্য, ধ্যানযজ্ঞাদিক অন্য,
কৃষ্ণনাম বিনা ধর্ম্ম নাই ॥
কৃতকর্ম্ম কর ভোগ, বিধাতাকে অনুযোগ,
সে কবে অন্যায় কারে করে।
পাপ পুণ্য পূর্ব্বার্জ্জিত, এ জন্মে তা পরিচিত,
এবে যা তা এখনি বা পরে ॥
ভাবি দেখ কেবা কার, যে কর সে আপনার,
কারো কর্ম্মে কারো নাহি যায়।
সংসার বিষের লাড়ু, কি বুঝে খাইছ ভাড়ু,
দেখ জীর্ণ কৈল সবল-কায় ॥
কিসে বা নিশ্চিন্ত আছ, উলটি না দেখ পাছ,
কবে জানি পড়িবে ঢুলিয়া।
যমদূত দণ্ড হাথে, সে দাণ্ডায়ে আছে পথে,
তারে বুঝি র'য়েছ ভুলিয়া ॥
যদি জীতে সাধ হয়, কৃষ্ণনাম সুধাময়,
সে অমৃত সদা পিয় ভাই।
প্রেমানন্দ কহে তবে, সব বিষ-জ্বালা যাবে,
মৃত্যু জিনি শমন এড়াই ॥

( ২৫ )

এ মন ! তোমারে বলিব কি।
সংসারবাসনা, যে শ্রম কেবল,
ছাইতে ঢালিছ ঘি ॥

দিবস-রজনী, লিখিছ পড়িছ,
ভাবিছ গণিছ তাই।
খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে,
তিলেক বিরাম নাই॥
চল্লিশ পঞ্চাশ, ষাটি বা সত্তর,
নহে বা শতেক ওর।
ইহারি ভিতরে, কখন কি হয়,
তা না কি নিয়ম তোর॥
এখানে যেমন, সুখটী চাহিছ,
দুঃখটী ভাবিছ ভয়।
মরিলে এ সুখ, কোথায় পাইবে,
তা না কি ভাবিতে হয়॥
এ আয়ু শতেক, জানিবে কতেক,
গরব করিছ কত।
হরি না বলিলে, শমন নরকে,
মজাবে কলপ শত॥
চরণে ধরিয়ে, মিনতি করিয়ে,
হরিহরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রসাদে,
এ ভব তরিয়ে যাই॥

---

( ২৬ )

এ মন ! বুঝিতে নারিয়া গেলা।

ভাবিয়া দেখনা, এ ধন সম্পদ,
কেবল ধূলারি খেলা ॥
লড়িয়ে বহিয়ে, সুখেতে ডুবিছ,
বল কি খাইতে পাও।
এ মোর এ মোর, দিবস কতেক,
পিছু না ছাড়িয়া যাও ॥
অধনে যতন, ধন না চিনিলি,
কি মদে হইলি ভোর।
অমৃত ত্যজিয়ে; বিষয়ে মাতিয়ে,
গরলে আদর তোর ॥
হরিনাম ধন, অমূল্য রতন,
অক্ষয় এ তিন কালে।
খাইতে বাড়িবে, সঙ্গে যে যাইবে,
এ ধন হারালি হেলে ॥
অলস করিয়া, হরি না বলিছ,
গায়ের গুমান যত।
যথন শমন, বান্ধিয়া লইবে,
এ সুখ লুটিবে তত ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া, আপনা সারহ,
হরিহরি বল মুখে।

কহে প্রেমানন্দ, একাল ওকাল,
দু'কাল গোঙাবি সুখে ॥

( ২৭ )

ওরে মন! একি তোর অসতাই জ্ঞান।

আমি বড় বুঝি জানি, ধনীন কুলীন মানী,
আপনাআপনি অভিমান ॥
পর ছিদ্রে কর রোষ, না লও আপন দোষ,
অহঙ্কারে সাধুত্ব জানাই।
ডুব দিয়া খাও জল, চিত্রগুপ্ত বলে ভাল,
ইহাতে না রবে চতুরাই ॥
ধন জন ঠাকুরাল, এনা রবে কত কাল,
শতেক বৎসর মাত্র আই।
সেই নহে নিরূপণে, কোন্ দণ্ড কোন্ ক্ষণে,
হাসিতে খেলিতে কবে যাই ॥
রাজা কিবা কোতোয়াল, সভাকে লইবে কাল,
ভুঞ্জাইবে যার যেই কর্ম্ম।
শমন তরিতে চাহ, মুখে কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ,
কেন বৃথা গোঙাও এই জন্ম ॥
হীন হৈয়া আপনাকে, কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ মুখে,
অসৎসঙ্গে না চলিহ আর।
প্রেমানন্দ কহে মতি, যদি কর পাবে রতি,
সুন্দর পাইবে প্রতিকার ॥

( ২৮ )

ওরে মন ! ধন জন জীবন যৌবন ।

এই আছে এই নাই, চক্ষে কিবা দেখ ভাই,

তুমি কিসে বলিছ আপন ॥

নিশির স্বপনে যেন, এ ধন সম্পদ তেন,

তিলেকে সকলি ভাই ! মিছে ।

দেখিয়া না দেখ কেনে, শুনিয়া না শুন কানে

কি লাগি ছাড়িতে নার ইচ্ছে ॥

কন্যা পুত্র যত ইথি, সে মরিলে যায় কথি,

কি জানি কোথায় তুমি যাও ।

মিছা মোর মোর কর, রাত্রিদিন ভাবি মর,

পর লাগি আপনা হারাও ॥

কেবা আর অন্য পর, আপনা এ কলেবর,

সে না কি তোমার সঙ্গে যায় ।

পাছু নাহি দেখ এবা, তোর লাগি কান্দে কেবা,

কার লাগি কর হায়হায় ॥

যেবা হইয়াছে আয়ু, সে মাত্র নাসার বায়ু,

সরিয়া পড়িলে আর নাই ।

কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল, নাহি তার কালাকাল,

কোথা থাকে যৌবন-বড়াই ॥

এ সকল যাঁর মায়া, তাঁরে কেন ভুল ভায়া,

যাঁর নামে ত্রিভুবন তরে ।

প্রেমানন্দ কহে যদি, কৃষ্ণ কহ নিরবধি,
তবে কি এজন কোথা মরে ॥

( ২৯ )

এ মন! তুমি সে মুরখ বড়।
ধন জন পাঞা, আমোদে র'য়েছ,
এই ভাবিয়াছ দৃঢ় ॥
কত ধনী জন, তোমার সাক্ষাতে,
ছাড়িয়া মরিয়া গেল।
কেহ না তাদের, যে ছিল তারা কি,
কিছু বা সঙ্গেতে দিল ॥
পরে কি করিবে, ষোড়শ বিরস,
তাহাতে হইবে পার।
শমনভবনে, বান্ধিয়া লইলে,
ফিরান সে বড় ভার ॥
ভকতি মুকতি, কেমনে বুঝিবে,
পিরীতিবচনে ডাক।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
আছয়ে বিস্তর পাক ॥
যে কর সে কর, আপন করণ,
তাহাই তুমি সে পাবে।
বৃথাই করিছ, পরের ভরসা,
কা-হ'তে কিছু না হবে ॥

বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
এ বেদ-পুরাণ-সার।
কহে প্রেমানন্দ, এ বড় আনন্দ,
যমকে ডর কি আর ॥

( ৩০ )

এ মন ! তবে সে জানিয়ে তোরে।
শমনকিঙ্কর, আসিয়ে দাঁড়ালে,
রহিতে পার কি জোরে ॥
যখন আসিয়া, বুকেতে বসিয়া,
কফেতে চাপিবে গল।
এ তোর গুমান, কোথা বা তখন,
কোথা বা রহিবে বল ॥
কহনা এ রূপ, কোথায় থাকিবে,
ভাঙ্গিয়া বসিবে বুক।
কোথা বা রহিবে, আঁখির ঘূরাণি,
বিকট হইবে মুখ ॥
তখন কি হবে, উঠিতে নারিবে,
নালায়ে মাগিবে পানী।
যাদের সোহাগে, আপনা হারালি,
সে মুখ ফিরাবে শুনি ॥
এ দেহ ছাড়িয়া, যখন চলিবে,
রাখিতে নারিবে তিলে।

জাননা গলায়, কলসী বান্ধিয়ে,
টানিয়া ফেলাবে জলে ॥
কহে প্রেমানন্দ, এমন সময়ে,
কেবল গোবিন্দ বন্ধু।
মুখ ভরি যদি, হরিহরি বল,
তরিবে এ ভবসিন্ধু ॥

( ৩১ )

ওরে মন! এবার বুঝিব ভারিভূরি।
কুপিয়াছে সূর্য্যসুত, বান্ধিবে তাহার দূত,
যেন ফির অসতাই করি ॥
যদি মোর বোল ধর, তবে মোকে রক্ষা কর,
যদি জয় করিবে শমন।
কৃষ্ণনাম গড় করি, সাধুগণ শূর ভরি,
তার মাঝে রহ অনুক্ষণ ॥
ত্রিভুবনে যেই আলা, তিলক তুলসীমালা,
দঢ় করি ধর আগুয়ান।
দেখি হেঁট করি মাথা, সসৈন্যে যে যম ভ্রাতা,
ভঙ্গ দিয়া করিবে প্রস্থান ॥
শ্রীগুরুর করুণা-ছায়া, চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া,
বসি থাক আনন্দ-হৃদয়।
কৃষ্ণনিত্যদাস বলি, সর্ব্বত্রে ফিরাও ঢুলি,
প্রেমানন্দ কহে কারে ভয় ॥

( ৩২ )

এ মন ! বুঝিয়া বুঝিতে নার ।

দিনেদিনে তোর, ভাঁটী কি উজান,

শরীরে কেন না হের ॥

আগে যেন দেহে, পাতর ঠেলেছ,

এবে দাণ্ডাইতে হেল ।

শ্রবণ নয়ন, তারাও এমনি,

দশন কোথা বা গেল ॥

রুধির শুকায়ে, বল লুকায়েছে,

বাতাসে হেলিছে চাম ।

যত সন্ধি-কল, ক্ষণেকে নড়িছে,

সরস হৈয়াছে দাম ॥

তবু ঘুচিলনা, এ আমি আমার,

ফিরি না চাহিলি পাছে ।

এখন তখন, কখন কি হয়,

শমন দেখনা কাছে ॥

তুমি কত শত, পোড়ায়ে এসেছ,

বিবেক নহে কি তায় ।

তোরে না ছাড়িবে, অমনি পোড়াবে,

দেখি না বুঝিলি হায় ॥

বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি,

সদাই অসতে ভোর ।

কহে প্রেমানন্দ, আবার কপালে,
কি জানি কি আছে তোর ॥

( ৬৩ )

এ মন ! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, হরি না ভজিলি,
সে তুই মানুষ কবে ॥
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়,
করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ,
শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-নাম ॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়,
শারী-শুক-আদি কত।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ,
এ হয় কেমন মত ॥
দিবসরজনী, আবল তাবল,
পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কথন কেন কি,
গোবিন্দ বলিতে নার ॥
ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি,
ভুলিলি কি সুখ পা'য়ে।
বুঝিনু আবার, শমননগরে,
নরকে মজিবে যা'য়ে ॥

বদন ভরিয়া, হরি বল যদি,
ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত,
এড়াবে কৃতান্তদায় ॥

( ৩৪ )

ওরে মন! আর কি হইবে হেন জন্ম।
না জানি কি পুণ্যফলে, মানুষ-উত্তম-কুলে,
হেলে যায় না বুঝিলে মর্ম্ম ॥
দেখ আয়ু-সংখ্যা যত, নিদ্রাতে অর্দ্ধেক গত,
চৌঠি রাগ শোক অপকথা।
চৌঠি বিদ্যা ধনে মানে, কাম ক্রোধ দুর্ব্বাসনে,
হাস্য-কৌতুকে গেল বৃথা ॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে, বহু আয়ু ছিল তাতে,
বিনা সংখ্যা-পূর্ণ মৃত্যু নাই।
কত করি পরিশ্রম, আচরিয়া যুগধর্ম্ম,
ধ্যান যজ্ঞার্চ্চন ভরি আই ॥
এবে কলি অল্প-আই, শতেক বৎসর ভাই,
সেহ দৃঢ় নহে নিরূপণ।
তা গোঙালি মিছা-কাজে, কি বলিবি কোন্ লাজে,
যবে তোরে সুধাবে শমন ॥
এমন সুলভ কলি, যাতে 'হরেকৃষ্ণ' বলি,
হেন নামে না করিলি রতি।

প্রেমানন্দ কহে পুনি, এ চৌরাশীলক্ষ যোনি,
ভ্রমাইবে কতেক দুর্গতি ॥

( ৩৫ )

ওরে মন ! কিবা তুমি বিচারি না চাও।
কৃষ্ণ ভুলি এই পাপ, তেঞিঁ তোর তিন তাপ,
নানা যোনি ভ্রমিয়া বেড়াও ॥
তুমি কৃষ্ণ-নিত্যদাস, কোথা গেল সে অভ্যাস,
ধন-জন-মদে হৈয়া আন্ধে।
বিনামূলে মাথা পাতি, দাস হ'য়ে খাও লাথি,
শ্রদ্ধাতে বসন দিয়া কান্ধে ॥
এই মোর সদা ধন্দ, কহ লক্ষ কথা মন্দ,
কৃষ্ণনাম লইতে আলিস।
থাকিতে রসনা-তুণ্ড, যাও কেন নরককুণ্ড,
ইহা হৈতে কে আর বালিশ ॥
বৃথা তবে নরতনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
কেমনে পামর জীতে চায়।
কৃষ্ণ বিনা কোটিযুগ, জীয়েই বা কোন্ সুখ,
সে জীবন পাতরের প্রায় ॥
এবার মানুষদেহ, আর কি হইবে এহ,
ভজ কৃষ্ণ, ছাড় অনাচার।
দেখ সব নাশা-ফাঁদা, কেবল অনর্থ ধাঁধা,
অসময়ে হয় কেবা কার ॥

প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ,
আপনার তত্ত্বে হও দঢ়।
সংসারবাসনা-গর্ত্ত, কীট-কৃমিময় কত,
দেখিয়া শুনিয়া কেন পড় ॥

( ৩৬ )

এ মন ! মানুষ হবে কি আর।
বদন ভরিয়া, হরিহরি বলি,
শোধনা যমের ধার ॥
ভাবিয়া দেখনা, সে হারে আপনা,
ইহাতে যে করে পাপ।
আপনার দোষে, আপনি পায় সে,
জনমেজনমে তাপ ॥
সে-ই সে চতুর বাপের ঠাকুর,
যে লয় হরির নাম।
ইহাতে যাহার, রুচি না জন্মিল,
বিধাতা তাহারে বাম ॥
এ বোধ বুঝিবে, নরকে মজিবে,
শমন রুষিবে যবে।
আঁখির পলকে, এ ঠাট ভাঙ্গিবে,
কি বলি এড়াবে তবে ॥
ভাই বন্ধু জায়া, তনয় তনয়া,
আপনা বলিছ যারে।

জাননা মুখেতে, অনল ভেজা'য়া,
অগাধ জলেতে ডারে ॥
মূরতি দেখিঞা, ডরে ডরাইয়া,
তিলে না রাখিবে ঘর।
কহে প্রেমানন্দ, হরিহরি বল,
তা বিনু সকল পর ॥

( ৩৭ )

ও মন! এমন কেন রে ভাই।
দেখনা কি কারে, ভারতভুবনে,
তা তোর স্মরণ নাই ॥
উদর-তিমিরে, নাভিতে বন্ধন
জঠর-অনলে দহে।
কৃমিতে বেড়িয়া, কত না কাটিছে,
কহ কে রাখিল তাহে ॥
ভূমিতে পড়িয়ে, আপনা ভুলিছ,
যখন ধ'রেছে মায়া।
সংসারবাসনা, গলার শৃঙ্খল,
চরণ-দাঁড়ুকা জায়া ॥
কি সুখে মজিছ, পাছু না গণিছ,
তুমি কি বুঝিছ ভাড়ু।
এমন জনমে হরি না ভজিলে,
তোমার কপালে ঝাড়ু ॥

এবার ওবার, আসিছ যে আর,
বিচার করিয়া দেখ।
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলে,
তরিতে না পারে এক ॥
জাননা কখন, শমন ফুকারে,
কি বলি দাঁড়াবে কাছে।
কহে প্রেমানন্দ, হরি বল যদি,
কে বল এমন আছে ॥

( ৩৮ )

ওরে মন! তিল আধ নাহিক চেতন।
রাত্রিদিন শিশ্নোদর-, চেষ্টাতে হইলি ভোর,
ভুলি রৈলি আলস্যকারণ ॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, করহ পশুর কর্ম্ম,
বুঝি দেখ আপনার মূল।
সে আহার নিদ্রা করে, স্বগণ-সহিত চরে,
তবে কিসে নহ সমতুল ॥
ধন জন পূর্ব্বজন্ম, যেমন ক'রেছ কর্ম্ম,
ভাবিলে কি তার বাড়া পাও।
দুর্ল্লভ এ নরতনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
কেন মিছে নিষ্ফলে গোঙাও ॥
শাস্তিকর্ত্তা দণ্ডধর, আসিয়া তাহার চর,
চর্ম্মপাশে বান্ধিবে যখন।

মারিবে ডাঙ্গসের বাড়ি, কে তোরে লইবে ছাড়ি,
সুখ দুঃখ বুঝিবে তখন ॥
শুন মন! দুরাচার, কেন কর অনাচার,
তোর কর্ম্ম সকলি অসার।
শ্রীগুরুচরণে দৃষ্টি, দেখ যার আছে নৈষ্ঠী,
সে-ই মাত্র ধন্য রে দুর্ব্বার ॥
কৃষ্ণ যদি মনে করে, ব্রহ্মপদ দিতে পারে,
হেন কৃষ্ণ ছাড় কি কারণে।
দেখ যাঁর শ্রীচরণ, ধ্যান করে পঞ্চানন,
তথাপি প্রত্যয় নাহি মনে ॥
ছাড় সব মিছা কাম, মুখে বল হরিনাম,
তবে তোর সম কেবা হয়।
প্রেমানন্দ কহে মন, কর হেন আচরণ,
তবে আর কারে তোর ভয় ॥

( ৩৯ )

ওরে মন! দেখনা সকলি ভুল।
কি ছার গরব, ধন জন জাতি,
কিসে বা ঢলাও কূল ॥
ধন দিয়া বুঝি, শমন এড়াবে,
যমে কি ছাড়িবে তোরে।
বড় জাতি হৈলে, সে বুঝি ছাড়িবে,
কুলে বা রাখিবে কারে ॥

সুত সুতা জায়া, বেশ্যা পরদার,
সে-ঝুটা খাইলে সাধে।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে, কুকুড়ী-মুকুড়ী,
তাহাতে জাতিয়ে বাধে॥
রজনীদিবস, কত কু-পচাল,
উছলি-উছলি বুক।
শ্রীহরি বলিতে, না জানি বা কে,
চাপিয়া ধরে কি মুখ॥
যখন মরিবে, কিসে বা তরিবে,
কখন না ভাব ভাই।
তিলেক পলকে, দণ্ডে শতবার,
খসিয়া পড়িছে আই॥
নরক পরখ, সে আর কেমন,
পরিচয় দিলে হেথা।
কহে প্রেমানন্দ, হরি না ভজিয়া,
যমকে বেচিলে মাথা॥

( ৪০ )

ওরে মন! বিচারিয়া দেখনা হৃদয়।
ধনে জনে যত আর্ত্তি, বাড়ে বই নহে নিবৃত্তি,
হরিপদে হৈলে কি না হয়॥
যা ভাবিলে হবে নাই, তা-ই ভেবে কাট আই,
ভাবিলে যে পাও তা না কর।

লক্ষকোটি যার ধন, সে কি খায় এক মণ,
বুঝি কেনে ধৈরয না ধর ॥
খাওয়া পরা ভাল চাও, ত-াই কি ভাবিলে পাও,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সে-ই পাবে।
কার ধন চিরস্থায়ী, না গণ' আপন আই,
কত কাল তুমি বা বাঁচিবে ॥
অজ ভব ভাবে যাঁরে, কি মদে পাসর তাঁরে,
হরি ভুলি জীয় কোন্ কাজে।
হরিনাম যাতে নাই, সে বদনে পড়ু ছাই,
সে সে মুখ দেখায় কোন্ লাজে ॥
হরিনাম সুধাময়, তাতে তোর রুচি নয়,
সংসার-নরক লাগে মিঠা।
নরতনু কেনে তাক, শৃগাল কুক্কুর কাক,
সেই ভাল বৃথা-কাচ এটা ॥
দেখিয়া তোমার কাজ, মনে হাসে ধর্ম্মরাজ,
জাননা ভাঙ্গিবে এনা ঠাট।
প্রেমানন্দ কহে যদি, হরি কহ, কার সাধ্যি,
সংসার তরিবে করি নাট ॥

( ৪১ )

এ মন! আমার কথাটি লও।
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি,
আবার মানুষ হও ॥

কেনে বা অসত, সতত ভাবিছ,
তাহে বা কি সুখ আছে।
তিলেকে এ সব, কোথায় রহিবে,
শমন দেখনা পাছে॥
স্বপনে যেমন, সম্পদ পাইলে,
হৃদয়ে বাঢ়য়ে ইচ্ছে।
দণ্ডেক পলকে, কতেক আমোদ,
চেতনে সকলি মিছে॥
তেমতি জানিবা, এ ধন এ জন,
কতেক দিন বা রবে।
হাসিতে খেলিতে, দু আঁখি মুদিলে,
সকলি আন্ধার হবে॥
শুন রে অধম, তো বড়ি নিলাজ,
কিছু না বাসহ তিক।
দেখনা শমন-, হাতেতে দমন,
এ তোর শতেক ধিক॥
এ কলিযুগেতে, মানুষজনম,
আর কি তোমার ভয়।
কহে প্রেমানন্দ, হরিহরি বল,
শমন করনা জয়॥

---

( ৪২ )

এ মন! শমনে কর কি ডর।

শমনভবনে, না হবে গমন,

আমি যা বলি তা কর॥

তীরথভ্রমণে, যত পরিশ্রম,

দেখনা বিচার করি।

কোটি-তীর্থ-স্নানে, হবে যদি প্রেমে,

বদনে বলহ হরি॥

জপ তপ ধ্যান, করিতে নারিছ,

তাহাতে স্থির বা কোথা।

সৎসঙ্গে বসি, হরিহরি বল,

ঘুচিবে সকল ব্যথা॥

ধরম করম, কি করিবে তাতে,

কত না আপদ আছে।

বদন ভরিয়া, হরি বল যদি,

কি আছে তাহার কাছে॥

দানে দেখ সাক্ষী, নৃপ হরিশ্চন্দ্র,

কে ওর পাইবে আর।

আনন্দ-হৃদয়ে, হরি বল ভাই,

তায় না শকতি কার॥

হরি বল যদি, পুলক-শরীরে,

নয়নে বহিয়ে ধারা।

কহে প্রেমানন্দ, ভুকতি মুকতি,
সরিয়া দাঁড়াবে তারা ॥

( ৪৩ )

ওরে মন! কেন হেন বুঝ বিপরীত।
দণ্ডে পলে আয়ুক্ষয়, তাতে তোর বোধ নয়,
আইসে দিন ইতে হরষিত ॥
দিন মাসে অব্দে বাঢ়, ঐছে জানিয়াছ দৃঢ়,
ঘাটে যে তা বুঝিতে না পার।
নায়ে চঢ়ি চাহ কূলে, দেখ যেন পৃথ্বী চলে,
তুমি যে চলিছ তা না হের ॥
ধন জন আপনার, সে না ভাবিয়াছ সার,
সে কি তোর, জানন। সে কার।
তিলেকে কাড়িয়া লয়, যারে ইচ্ছা তারে দেয়,
নহে তুমি মরিলেও তার ॥
বৃথা অহঙ্কারে মর, বিচারিয়া পূর্ব্বাপর,
সাধুজনপথেতে দাঁড়াও।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম, কেন কর অপকর্ম্ম,
করে রত্ন পাইয়া ফেলাও ॥
যাবত সামর্থ্য আছে, জরা না আসিছে কাছে,
হরিহরি কহ অবিরাম।
জরায়ে ভাঙ্গিবে তনু, সর্ব্বেন্দ্রিয় হবে ক্ষীণু,
তবে কি স্ফুরিবে কৃষ্ণনাম ॥

মহে বা কখনে যাই, কিবা নিরূপণ আই,
তিলে এক নাহিক বিশ্বাস।
প্রেমানন্দ কহে ভাই, কহ হরি ব্যাজ নাই,
এ জীবন কেবল নিশ্বাস॥

( ৪৪ )

ওরে মন! এগুলি তোমার অনুচিত।
ছাড়িয়া সাধুর পথ, কুপথে হইয়া রত,
কেন বিড়ম্বনা কর নিত॥
তোমার আশ্রয়ে থাকি, তুমি মোরে দেও ফাঁকি,
ইহাতে কি জানিছ চতুর।
যে সুখে হঞাছ রত, সে না সুখ দিন কত,
শেষে দুঃখ আছয়ে প্রচুর॥
অধিকারী ধর্ম্মরাজ, যাহার যেমন কাজ,
অপমান সম্মান তেমন।
কেহ বা নরকে পচে, কারে ইন্দ্রপদ যাচে,
কারে লৌহমুদ্গরে তাড়ন॥
যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি, সে শমন দণ্ডধারী,
হেন কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া।
প্রেমানন্দ কহে মন, রৈলে জানি কোন্ ক্ষণ,
কালদূতে ধরিবে পাড়িয়া॥

( ৪৫ )

এ মন! তুমি সে ভরসা মোর।

তো যদি আমাকে, ডুবাও নরকে,

এ কোন্ ধরম তোর ॥

যা বলি আমার, সকলি তোমার,

কে শুনে আমার কথা।

এতেক ভাবিছি, তোরে না পারিছি,

দন্তে ধরিয়া কুথা ॥

গেল না এ দিন, তুমি বা ক'দিন,

বসিতে আসিছ এথা।

এনা পরিজন, পথের মিলন,

জাননা কে যাবে কোথা ॥

শমনভবন না হয় গমন,

করিতে পারহ তাই।

তবে সে ঠাকুর, নহে বা কুক্কুর,

সে যদি বান্ধে রে ভাই ॥

যদি বল হরি, তবে যম তরি,

ছাড়িয়া অসত-কথা।

কহে প্রেমানন্দ, না বল গোবিন্দ,

শমনে ভাঙ্গিবে মাথা ॥

( ৪৬ )

এ মন ! এবে সে জানিনু তোমা।
রিপুর সহিতে, মিশিয়া-ঘুষিয়া,
বিপাকে ঠেকালি আমা ॥
কে তোর আপন, পর কে তোমার,
বিচার করিতে নার।
আপন ইচ্ছায়, নরকে যাইতে,
আপনে সে পথ কর ॥
দু'কর যুড়িয়া, কামের নফর,
ক্রোধকে ধ'রেছ বুকে।
লোভের পিছুতে, সদাই ঘুরিছ,
মোহেতে মাতিছ সুখে ॥
কে সত অসত, কিছু না জানিলি,
মদের সহিত দোল।
আপনাআপনি, কত না গরিমা,
দম্ভকে ধরিয়া কোল ॥
এ ধন এ জন, আপনা জানিছ,
ভাবিছ এমতি যাবে।
জাননা শমন, চর পাঠাইয়া,
বান্ধিয়া লয় বা কবে ॥
বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
কি সুখে রহিছ ভুলি।

কহে প্রেমানন্দ, শমনে তরিবে,
হাতে বাজাইয়া তালি ॥

( ৪৭ )

ওরে মন! অহঙ্কারে না জান আপনা।
কাচিয়াছ কিবা কাচ, নাচ এবে কোন্ নাচ,
তিলেকে না কর বিবেচনা ॥
ভুলিয়া কমল-অক্ষ, ভ্রমহ চৌরাশী লক্ষ,
নানা ক্লেশ ভুঞ্জ বারেবার।
পাইয়া মানুষদেহ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কহ,
অসতাই না করিহ আর ॥
দেহের ইন্দ্রিয় দশ, সকলি তোমার বশ,
সবে কর্ম্ম করয়ে তোমার।
তোর পিছে লড়ালড়ি, মোর গলে দিয়া দড়ি,
লৈয়া যায় যথা ইচ্ছা যার ॥
অতএ কহিয়ে ভাই, যে কর সে আমি দায়ী,
তে লাগি মিনতি করি পায়।
জানি হরি-নিত্যদাস, কাট কর্ম্ম-বন্ধ-ফাঁস,
প্রেমানন্দ তবে সে জুড়ায় ॥

( ৪৮ )

ওরে মন! নিবেদন শুনহ আমার।
জন্মিলে মরণ আছে, কালদূত আছে পিছে,
ভুঞ্জাইবে কর্ম্ম-অনুসার ॥

যাবত আছয়ে আই, কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ ভাই,
কহি কৃষ্ণ সার' আপনাকে।
কৃষ্ণনাম যে বদনে, সে জিতিল ত্রিভুবনে,
কি ভয় শমন কভু তাকে॥
যদি চিন্ত নিজ হিত, সাধুসঙ্গে কর প্রীত,
অসৎসঙ্গে না করিহ ক্ষণে।
কুক্কুর-ভবনে গেলে, অস্থি চর্ম্ম খুব মিলে,
গজদন্ত মুক্তা সিংহস্থানে॥
কৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণ, শ্রবণ-কীর্ত্তনে মন,
অশ্রু কম্প পুলক আনন্দে।
সাধুসঙ্গে সদা বসি, বিলাসহ দিবানিশি,
তবে বাঞ্ছা পূরে প্রেমানন্দে॥

( ৪৯ )

এ মন! এ বড়ি লাগয়ে ধন্দ।
অসত পচাল, কত না আরতি,
হরিনামে রুচি মন্দ॥
বেপার বাণিজ্য, করিছ করিবা,
দিবসরজনী কও।
তিলেক পলকে, শ্রীহরি বলিতে,
তাহে কি যাতনা পাও॥
ভোজন সারিয়া, আলিস করহ,
তখন কি কাজ আছে।

পড়িয়াপড়িয়া, তাহাই জপনা,
জাননা কি হবে পিছে ॥
হাছড়িপাঁচড়ি, মুটরি করিছ,
শমন গণিছে তাই।
চলিতেফিরিতে, কথন পা ছাড়ে,
তথন খাবে কি ছাই ॥
দেখিয়াশুনিয়া, তবু না বুঝিলি,
কি মদে হইলি ভোর।
এ মোর ও মোর, এ ভাগ করিছ,
মরণ আছে কি তোর ॥
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি,
শমন তরিবি কিসে।
কহে প্রেমানন্দ, এ দোষ কাহার,
ডুবিলি আপন দোষে ॥

( ৫০ )

এ মন! এই কি তোমার কোট।
অসতে ধাইবি, সত না ছুঁইবি,
এ তোর বিষম হঠ ॥
কতনা কুবোল, মিছা গণ্ডগোল,
করিছ গায়ের জোরে।
তবুত কথন, ভরিয়া বদন,
হরি না বলিলি ওরে ॥

কি সুখে ভুলিছ, কাতে বা মজ্জিছ,
তুমি কি বুঝিছ ছাই।
যে কাজ করিছ, আপনা হারিছ,
বিফলে কাটিছ আই ॥
জানিছ এখন, আমি একজন,
শরীর দেখিছ বড়।
জাননা কখন, ছাড়িবে পবন,
কবে বা চিতায় চড় ॥
যাদের সুখেতে, আপন বুকেতে,
পাতর ঠেলেছ হেলে।
তারা বা কেমন, ধরিলে শমন,
বাহিরে টানিয়া ফেলে ॥
তখন কি ঘরে, রাখিতে না পারে,
তাহে না সোহাগ বড়।
কহে প্রেমানন্দ, না বল গোবিন্দ,
নরকে মজিবে দড় ॥

( ৫১ )

ওরে মন! কেন হেন এ বড় আশ্চর্য্য।
বাণিজ্য করিতে আলি, হারাইলি জুয়া খেলি,
কি করিতে কিবা কর কার্য্য ॥
যে চিন্তা পরম ধন, তাতে তোর অযতন,
যাহা হৈতে তরিবি সংসার।

তাতে কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম, পাইয়া অমূল্য হেম,
হেন চিন্ত কদর্য্য মাঝার ॥
পূর্ব্বে মুনিগণ যত, বৃষ্টি বা আতপ কত,
সহি ক্ষুধা তৃষ্ণা গ্রীষ্ম শীত।
চিন্তা দিয়া হরিপদে, পাইয়াছে নিরাপদে,
সে-ই কর, কিন্তু বিপরীত ॥
দেখ কত বৃষ্টিপাতে, গ্রীষ্ম কি আতপ শীতে,
কতনা করিছ পরিশ্রম।
স্ত্রী পুত্র সংসার লাগি, চিন্ত যেন সদা যোগী,
বুঝ ভাই! একি নহে ভ্রম ॥
সেই চিন্তা কর ক্ষয়, যাহাতে নরক হয়,
কত আর পাবে যমদণ্ড।
যার লাগি এ দুর্গতি, সে বা কোথা তুমি কথি,
আপনি ভাঙ্গ আপনার মুণ্ড ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, শুন এই নিবেদন,
চিন্ত হরিচরণ সুসত্য।
অসার সংসার সার, হরিনামে রতি যার,
হরি বিনু সকলি অনিত্য ॥

( ৫২ )

ওরে মন! ভাবিয়া না বুঝ আপনাকে।
যার লাগি দুঃখ কর, স্বদেশে বিদেশে ফির,
সে জন কি সুখ দিবে তোকে ॥

যাবৎ সামর্থ্য আছে, তাবৎ তোমার কাছে,
যাবৎ আনিয়া দেহ অর্থ।
যখন সে গন্ধ নাই, ডাকিলে না শুনে ভাই,
না পুছে দেখিলে অসমর্থ॥
অবস্থা দেখিয়া হাসে, ভাল কথা মন্দ বাসে,
বাঁকামুখে ও নাক তোলাই।
ক্ষুধায় না দেয় ভাত, তাতে আর কটুবাত,
কহে একি হইল বালাই
দিনেদিনে থাট রতি, কিসে আর পিতা পতি,
পরিজনে না কর বড়াই।
যেবা আগে যোড়-হাতে, তারা শুনায় নির্ঘাতে,
এ সময়ে বন্ধু কেরে ভাই॥
পরকে আপন করি, ভেবে ম'লি জন্ম ভরি,
কে তুমি তোমার আছে কেবা।
প্রেমানন্দ কহে মতি, হরি বিনা নাহি গতি,
কহ হরি এ দুঃখ তরিবা॥

( ৫৩ )

এ মন! তোমার কপালে ঝাঁটা।
কহনা কি বুঝি, আপন পথেতে,
আপনি দিয়াছ কাঁটা॥
শ্রীহরি ভজিতে, সংসারে আইলি,
ভুলিয়া রহিলি তাই।

কাদের লাগিয়া, লটরপটর,
দেখনা ক'দিন আই॥
আপন বলিয়া, যা তুমি জানিছ,
সে তোর আপন কবে।
সুখের সময়, সকলি আপন,
বিপদে কেহ না হবে॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব, সে ত বহুদূর,
দেহেতে বৈসয়ে যারা।
দেহ ছাড়ি আগে, ইন্দ্রিয় পলাবে,
তা হৈতে আপন কারা॥
শমন আইলে, কারে না পাইবে,
তোমায় আমায় জড়ি।
আঁটিয়া-সাঁটিয়া, বান্ধিয়া লইবে,
এ দেহ রহিবে পড়ি॥
বুঝিয়াসুঝিয়া, এখনও বদনে,
হরিহরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, শমন তরিতে,
কিছুই ভাবনা নাই॥

( ৫৪ )

এ মন! আরো বা আপন কারা।
দেখনা দেহেতে, যতেক ইন্দ্রিয়,
আপনা হয়নি তারা॥

সে সব তোমার, অনুচর হৈয়া,
যা কর করয়ে তাই।
বিপদসময়ে, কারে না পাইবা,
সরিয়ে দাঁড়াবে ভাই॥
যে কর সে কর, . আর না এখন,
কে তোর আছয়ে ছাড়া।
শমন বান্ধিয়া, যখন সুধাবে,
সাক্ষী দিয়া হবে খাড়া॥
যে তনু তোমার, আপন জানিয়া,
গরবে না পাও ঠাই।
জাননা কখন, সে তনু ছাড়িলে,
পুড়ি না করিবে ছাই॥
পরের সহিতে, এতেক আরতি,
কখন যে তোর নয়।
কে তুমি কাহার, বিচার করিয়া,
আপনা চিনিতে হয়॥
এমন জনমে, হরি না বলিলি,
ফেরে না পড়িলি ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, আবার চৌরাশী,
কবে বা ফিরিতে যাই॥

( ৫৫ )

ওরে মন! কার হৈয়া কহিছ কাহার।

জন্মিয়া ভারতভূমে, তবু না ভাঙ্গিল ঘুমে,

জন্মিতেই গর্ব্ভে পুনর্ব্বার॥

গর্ব্ভে বিষ্ঠাকৃমিময়, জঠরাগ্নিজ্বালাচয়,

নাড়ীতে বন্ধন হস্তপদ।

নড়িতে না ছিল শক্তি, কত তোর দুঃখ আর্ত্তি,

কাহা হইতে তরিলে প্রমাদ॥

যে কহিয়াছিলে ভাই, এবে তার কিছু নাই,

মায়ায়ে গিলিছে আরবার।

সংসারবাসনা বিট, বেড়ি স্ত্রী-পুত্রাদি কীট,

দেখনা কাটিছে অনিবার॥

দুর্ব্বাসনা নাড়ীবন্ধ, অজ্ঞানতামসে অন্ধ,

জঞ্জাল দহন অতিশয়।

কেন দগ্ধ হও ইথে, মায়ের উদর হৈতে,

বারি-হৈতে ভাবনা উপায়॥

জননী-উদর হৈতে, রক্ষা করি পৃথিবীতে,

যে এনেছে চিন্ত সে গোবিন্দ।

কৃষ্ণ কহ অবিরত, মায়া হৈতে হবে মুক্ত,

আপনি ঘুচিবে কর্ম্ম-বন্ধ॥

মাতৃগর্ব্ভে ছিল স্মৃতি, তাহে পা'লি অব্যাহতি,

এবে কেন ভুল রে পামর।

প্রেমানন্দ কহে মতি, করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি,
মায়া হৈতে হও রে অন্তর ॥

( ৫৬ )

ওরে মন ! বিচারিয়া দেখনা রে ভাই ।
যদি কর অন্য কাম, মুখে লৈতে কৃষ্ণনাম,
তাতে কেবা দিয়াছে দোহাই ॥
মুখ জিহ্বা আপনার, সে কি করা লাগে ধার,
তবে কর অপেক্ষা কাহার ।
বাক্যবশ কৃষ্ণনাম, থাকিতে নরকধাম,
চল, তবে অদ্ভুত কি আর ॥
যদি মুখে কোন ছলে, কখন না কৃষ্ণ বলে,
হেন মুখ শ্বান-মুখ প্রায় ।
রাত্রিদিনে ভুকে মরে, উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ করে,
কি লাগি সে বৃথা ধরে কায় ।
যে মুখেতে অবিরাম, উচ্চারয়ে হরিনাম,
সে না মুখ চন্দ্রের সমান ।
দেখিতে শীতল করে, হরিনামামৃত ঝরে,
সাধুনেত্র-চকোরের প্রাণ ॥
কভু যে বদন ভরি, না বলিলি কৃষ্ণহরি,
যম থোবে নরকের কুণ্ডে ।
মারিবে ডাঙ্গসের বাড়ি, কৃমিতে খাইবে বেড়ি,
বিষ্ঠায় পূরিবে সেই তুণ্ডে ॥

প্রেমানন্দ কহে মন, এই মোর নিবেদন,
কাতর হইয়া বলি অতি।
কেনে বৃথা কর্ম্মে মত্ত, হরি কহ অবিরত,
এড়াইবে শমন-দুর্গতি॥

( ৫৭ )

এ মন! নিতান্ত জানিহ ভাই।
হরি না জানিয়া, লাখ জান যদি,
সে জানা কেবল ছাই॥
হরিনামসুধা, জিহ্বায় না পিয়ে,
কি রস চাকিছ আর।
চিনি কলা ক্ষীর, মিছরিতে রতি,
দেখনা কি ফল তার॥
হরিনাম-মণি, হৃদে না ধরিয়া,
কি ভূষা ভূষিছ গায়।
সোণায়ে রূপায়ে, জড়িয়া থাকিলে,
যমে কি ছাড়িবে তায়॥
ঘোড়ায়ে দোলায়ে, চড়িয়া ফিরিছ,
ধূলা না পরশে পায়।
জাননা পবন, ছাড়িবে যখন,
ভূমিতে লুঠাবে কায়॥
বাহিরে বারাইতে, ডরে ডরাইছ,
দোসর তেসর চাও।

শমন-নগরে, যখন চলিবা,
তখন ক'জন পাও ॥
ভুলায়ে ভুলিয়া, কুপথে যাইছ,
উদ্দেশ না পাও তবে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন জানিবে,
শমন বান্ধিবে যবে ॥

( ৫৮ )

ওরে মন! কত বা ভাঁড়াবে নিতি।
এ মোর ও মোর করি, দিবস যে দেয় পাড়ি,
ঘুমেতে পড়িয়া কাট' রাতি ॥
আজিকালি করি আর, পক্ষ যে করিছ পার,
এ-পক্ষ ও-পক্ষ করি মাস।
এ-মাস ও-মাস করি, অয়ন ফেলিলে ঠেলি,
অয়নে অয়ন বার-মাস ॥
এ বর্ষ ও-বর্ষ করি, কহিছ জনম ভরি,
কবে তোর ঘুচিবে জঞ্জাল।
কবে অবসর হবে, কবে হরিনাম ল'বে,
যবে আসি ডাঙাইবে কাল ॥
কফেতে করিবে বল, বাতিক হইবে কাল,
পিত্ত কোথা রহিবে লুকাই।
কণ্ঠ হবে অবরোধ, কোথায় থাকিবে বোধ,
হরিনাম ল'বে কে রে ভাই ॥

এখন অভ্যাস কর, হরিহরি সদা স্ফুর,
জিহ্বাকে করিয়া লহ বশ।
আপনি নাচিবে তুণ্ড, ঘুচিবে যমের দণ্ড,
নহে কেন শরীর অবশ ॥
প্রেমানন্দ কহে এই, মরিলে না মরে সেই,
কৃষ্ণকৃষ্ণ সদা যার মুখে।
কোথা তার কর্ম্মবন্ধ, প্রেমে মত্ত সদানন্দ,
গতায়াত মাত্র নিজসুখে ॥

( ৫৯ )

ওরে মন! স্বর্গ বা নরক বুঝ কোথা।
যে যেমন কর্ম্ম করে, তেমনি ভুঞ্জায় তারে,
ভাবিয়া দেখিলে সব হেথা ॥
কেহ ঘোড়ায় দোলায় ফেরে, কেহ স্কন্ধে বহে কারে,
ছত্র ধরি কেহ চলে পথে।
কেহ কর্ম্ম-অনুসারে, জন্ম ভরি কারাগারে,
কার বিষ্ঠা কেহ বহে মাথে ॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ, কেহ পালে দিয়া ভক্ষ্য,
উদর ভরিতে কেহ নারে।
এখানে দেখিছ যেবা, পরে যা তা জানে কেবা,
বিধাতার মনে সে বিচারে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, প্রেত পিশাচ দৈত্য রক্ষ,
স্বভাবে সকল পরচার।

যাহার যেমন মত, সেই কর্ম্মে অনুরত,
সেইমত ভক্ষ্য সে আচার ॥
হরি-পারিষদ ভক্ত, হরিকর্ম্মে সদা রত,
কভু লিপ্ত নহে এ সংসারে।
সে রহে মায়ার পার, তাতে কার অধিকার,
নিত্যসঙ্গ নিত্যপরিবারে ॥
কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-নাম, রাত্রিদিনে অবিশ্রাম,
শ্রবণ কীর্ত্তন সদানন্দ।
প্রেমানন্দ কহে মতি, হ'য়ে তার অনুগতি,
কৃষ্ণ কহি ছিঁড় কর্ম্মবন্ধ ॥

( ৬০ )

এ মন ! বল রে গোবিন্দনাম।
আজিকালি করি, কি আর ভেবেছ,
কবে তোর ঘুচিবে কাম ॥
কালি সে করিবা, তুমি যে বলিছ,
আজি তা করনা ভাই।
আজি যা করিবা, তা কর এখনি,
কি জানি কখন যাই ॥
এহেন কলিতে মানুষ-জনম,
এমন আর বা কাতে।
হরিনাম দিয়া, জগত তারিলা,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে ॥

সে তিন-যুগের, আচার বিচার,
এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া, গৌরহরি বল,
যুগের ধরম দেখ॥
রসনা বদন, বশের ভিতরে,
কেবল বলিলে হয়।
আলিস করিয়া, নরকে যাইতে,
কার বা এ অপচয়॥
শমনকিঙ্কর, অঙ্গুলি গণিছে,
জাননা কখন পাড়ে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন কহিবে,
আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে॥

( ৬১ )

এ মন! এহো না ঘুচিল ভুল।
কে তুমি কি কর, আপন না জানি,
রহিলা ভবের কূল॥
মায়াতে ভুলিয়া, কুপথে ধাইছ,
সুপথে চলিতে নার।
চক্ষে আন্ধি যেন, কলুর বলদ,
তেমনি ঘূরিয়া মর॥
ভারতভূমেতে, মানুষ-জনম,
কতনা সাধনে পা'লি।

শমন আসিয়া, এবার বান্ধিলে,
এ তোর শতেক গালি ॥
সব যুগ হৈতে, দেখনা কলির,
মাহাত্ম্য গুণের পার।
হেলায়ে শ্রদ্ধায়ে, হরি বল যদি,
যমের কি অধিকার ॥
পূরবে শমন, কহিয়া দিয়াছে,
আপন দূতের ঠাঁই।
হরি যে বোলয়ে, প্রণাম করিয়ে,
সে দিক ছাড়িবে ভাই ॥
ওরে দুরাচার, এহেন নামেতে,
কেন না করিলি রতি।
কহে প্রেমানন্দ, হায় কি করম,
কি হইবে তব গতি ॥

( ৬২ )

ওরে মন! এবে তোর এ কেমন রীত।
যে কর্ম্মে আইলি হেথা, সে সব রহিল কোথা,
এবে যে দেখিয়ে বিপরীত।
কৃষ্ণকর্ম্ম লাগি কর, তাহে কেন বর্ব্বর,
সে করে পরের বিত্ত হর'।
সে অবশ নহে কেনে, কি সুসার বহুদানে,
তাহে আর কর বা না-কর ॥

মুখে ক'বে হৃষীকেশ, তাহে যদি সাধুদ্বেষ,
তবে বক্র-মুখ কেনে নও।
অগ্নি দিয়া হেন মুখ, পোড়ালে না ঘুচে দুঃখ,
তাহে কৃষ্ণ কহ বা না-কও॥
ভ্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ, পদের না এহি কৃত্য,
তাহে যদি পরদারে চল।
কি কাজ পদের এই, পঙ্গু কেন নহে সেই,
তবে তীর্থে গেল বা না-গেল॥
কৃষ্ণ-লীলা-গুণ-কথা, কর্ণেতে শুনিবে যথা,
তাহে যদি কু-কথায় ভোর।
যদি আর সাধুনিন্দা, শুনিয়া বাঢ়য়ে শ্রদ্ধা,
সে কাণ বধির হউ তোর॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবমূর্ত্তি, দেখিবে করিয়া আর্ত্তি
সে যদি দেখয়ে পরদারে।
অসন্তোষ সাধু দেখি, কেন বিধি হেন আঁখি,
আশু অন্ধ না করে তাহারে॥
তুমি কৃষ্ণ-স্মৃতিকাজে, জন্মিলা সংসারমাঝে,
তাহা ছাড়ি ধনেজনে আশ।
তবে জীয়ে কিবা কাজ, পড়ুক তোর মুণ্ডে বাজ,
কেনে আর নহে সর্ব্বনাশ॥
প্রেমানন্দ কহে মন, কহ কৃষ্ণ অনুক্ষণ,
কেনে ভুল আপনার প্রভু।

মুখে হরিহরি বল, সদাই আনন্দে দোল,
তিনলোকে দুঃখ নহে কভু ॥

( ৬৩ )

ওরে মন ! কৃষ্ণ-কৃপা দেখনা নয়নে।
তুমি কৃষ্ণ-চিন্তা ছাড়ি, মর যে নরকে পড়ি,
তেঁহ চিন্তে তোমার কারণে ॥
গুরুরূপে ঘরেঘরে, মন্ত্র দিয়ে সবাকারে,
বৈষ্ণবরূপেতে দেয় শিক্ষা।
শাস্ত্ররূপে দেয় জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান,
দেখ তাঁর কারে বা উপেক্ষা ॥
যুগেযুগে অবতরি, ধর্ম্মের স্থাপন করি,
দুষ্কৃতির করেন সংহার।
যিনি এ মমতা করে কি সুখে ভুলেছ তাঁরে,
ধিক্ ধিক্ জনম তোমার ॥
শুন রে পামর মন, বৃথা চিন্ত ধনজন,
ইহা কি চিন্তিলে পাই কভু।
তুমি চিন্ত নিজোদরে, তাঁর চিন্তা জগ-ভরে,
যার সৃষ্টি রাখিবে সে প্রভু ॥
আপনার অংশে ধরা, পৃষ্ঠে ধরি সহে ভারা,
মূলদ্বারে সিঞ্চে সিন্ধুজলে।
কালোচিত ফলফুল, কার দণ্ড কার মূল,
শস্যাদি জন্মাএগ সৃষ্টি পালে ॥

সাধে লৈয়া মায়াবন্ধ, কেন ঘুচাও সে সম্বন্ধ,
যে হরি করুণা এত-রূপে।
প্রেমানন্দ কহে সুখে, কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ মুখে,
উদ্ধার পাইবে ভবকূপে॥

( ৬৪ )

এ মন! এ বড়ি লাগয়ে ভ্রম।
স্ত্রী-ঠাঁই হারিলি, আপনা সঁপিলি,
ইথে কি জিনিবে যম॥
অসতে ভুলিয়া, সৎ না চিনিলি,
অসার জানিলি সার।
যাইতে নরকে, ভাবনা পরকে,
তা কৈলি গলার হার॥
দেখ না কতেক, শতেক শতেক,
মরিয়ে হৈয়াছে মাটি।
কি তোর সাহস, বুঝি না বুঝিস,
তিলেকেতিলেকে ভাঁটি॥
তুমি কি অমর, শুন রে পামর,
শমন তোমার সাথে।
কখন আছাড়ে, ভূমিতে পাছাড়ে,
কি বলি এড়াবে তাতে॥
বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি,
কু-কথা কহিছ যত।

সাঁড়াশি আনিয়া, রসনা টানিয়া,
পুড়িয়া মারিবে তত ॥
এ ভয় তরিবে, আপনা সারিবে,
হরিহরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, বুঝিয়া-সুঝিয়া,
এ ভব তরিয়া যাই ॥

( ৬৫ )

এ মন! এ মোর আইসে হাস।
কোচের কড়িতে, যাহারে কিনিলে,
সে তোরে করিল দাস ॥
গলে দড়ি দিয়া, সদা নাচাইছে,
সুখ না বাসিছ তাতে।
যেন বানরিয়া, বানর নাচায়,
তালী বাজাইয়া হাতে ॥
আপনার সুখে, আদর বাড়ায়ে,
উত্তম কাজেতে বাধা।
দিবসরজনী, যেন খাটাইছে,
ধোপার ঘরের গাধা ॥
কি সুখে মজিয়া, আপনা বেচিলি,
পাছু না দেখিলি চাই।
স্বরগে উঠিয়া, নরকে ইচ্ছিস,
বুঝিয়া দেখনা ভাই ॥

সভার উপরে, মানুষজনম,
এ যদি বিফলে যায়।
কু-যোনি যতেক, ভ্রমিয়া বেড়াবে
আর কি সে কূল পায়॥
ঘরেঘরে ওরে, নগরেনগরে,
রবির সুতের থানা।
কহে প্রেমানন্দ, হরিহরি বল,
কখন দেয় বা হানা॥

( ৬৬ )

ওরে মন! কি গুমান তনু-নায় চড়ি।
কোন্ সুখে ভুলিয়াছ, বিচারিয়া দেখ পিছ,
ভবসিন্ধু দিতে হবে পাড়ি॥
দেখনা মায়ার পাক, নৌকা যেন ফিরে চাক,
ইহা কি বুঝিতে নার ভাই।
দুর্ব্বাসনা-কুবাতাসে, এ ঢেউ আকাশ স্পর্শে,
ধন জন যার ক্ষমা নাই॥
কামাদি এ মাতোয়াল, তারে কৈলি কেরয়াল,
পাকাইয়া ফিরাইছে তরি।
যে বেটা কুবুদ্ধি পাজি, তারে করিয়াছ মাজী,
না জানি কখন ডুবি মরি॥
ভব তরিবারে চাও, সুবুদ্ধি-কাণ্ডারী লও,
দশেন্দ্রিয় কেরয়াল করি।

হরিগুণ গাঞা সারী, বাইচ দিয়ে দে রে পাড়ি,
মধ্যেমধ্যে বল হরিহরি ॥
জীর্ণ না হইতে নাও, আগুতেই পাড়ি দেও,
পার হৈয়া কর ঠাকুরাল।
আগে না হইলে পার, পিছে কি করিবে আর,
নৌকা বা থাকিবে কত কাল ॥
বহু দূর পারাবার, বিলম্ব না কর আর,
দাঁড়ী মাজী হইবে দুর্ব্বল।
প্রেমানন্দ কহে মন, তবে কিবা প্রয়োজন,
যদি নৌকা ঘাটে হয় তল ॥

( ৬৭ )

ওরে মন! এ তনু-পত্তনে আছ রঙ্গে।
শমন দমনকর্ত্তা, না জান তাহার বার্ত্তা,
তিলেকে ভাঙ্গিবে এনা ঢঙ্গে ॥
কুবুদ্ধি-মাতোয়াল-সনে, কু-যুক্তি যে রাত্রিদিনে,
কুসঙ্গে হইয়া মাতোয়াল।
কামাদি এ বাটপাড়, তার সঙ্গে করি গড়,
ডাকা-চুরি কর সর্ব্বকাল ॥
অধিকারী যমরাজ, না সহে অধর্ম্মকাজ,
সাবধান না হৈলে তা'হ'তে।
আসিয়া বান্ধিবে চর, দেখ তার রাজ্যে ঘর,
কে তোরে রাখিবে আর তাতে ॥

যতেক ইন্দ্রিয়গণ, নৈয়া এই পরিজন,
সৎসঙ্গে ঘুচাও অনাচারে।
কৃষ্ণভক্তি ধন দিয়া, পরিতোষ' মায়া-জায়া,
সুবুদ্ধি-তনয় আনি ঘরে॥
পরমাত্মারূপ হরি, ত্রিভুবন-অধিকারী,
শরণ লইয়া তাঁর পায়।
আত্ম বেচি হও দাস, এ বাড়ী করহ খাস,
তবে সে এড়াই যম-দায়॥
কৃষ্ণনামে কর পাট্টা, কি করিবে কোন্ বেটা,
কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি দে দোহাই।
কহে শুন প্রেমানন্দ, এই ঘরে সদানন্দ,
কর আর কার ভয় নাই॥

( ৬৮ )

এ মন! তুমি সে কেবল ভূত।
কুসঙ্গ-শ্মশানে, সতত বসিছ,
পাইয়া পরম যুত॥
মল মূত্র যত, অসত পচাল,
এ তোর ভক্ষণ সুখে।
রাম কৃষ্ণ হরি, গোপাল গোবিন্দ,
বলিতে নারিছ মুখে॥
যে-কর তোমার, গোবিন্দপূজনে,
তীরথ ভ্রমিয়ে পায়।

সে দুই রাখিলে, চুরিয়ে দারিয়ে,
তবে কি উলটা নয় ॥
যত না করিছ, সাধুর হেলন,
সে তোর অনল মুখে।
দেখনা তাহাতে, আপনি দহিছ,
এমতি গোঙাবি দুঃখে ॥
কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হৃদয়ে,
সুখের বিশ্রাম-ভূমি।
এমন দুর্দ্দৈব, তাহার পরশ,
করিতে নারিছ তুমি ॥
শ্রীহরি-চরণ, করহ শরণ,
গয়া গঙ্গা সব তাতে।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে উদ্ধার,
নহিলে বা হবে কাতে ॥

( ৬৯ )

এ মন! কি সুখে যাইছ নিঁদ।
শমনকিঙ্কর, সে চোর আসিয়া,
কবে বা কাটয়ে সিঁদ ॥
দিনেদিনে ঘর, আউলঝাউল,
খসিছে দশন-টাটী।
ছাউনি-বন্ধন, নসর-পসর,
ছালিয়া পড়িছে কাঠি ॥

দেখনা যে তোর, পালিত ইন্দ্রিয়,
অলপে অলপে সরে।
যখন আসিয়া, চোর সান্ধাইবে,
কেহ না থাকিবে ঘরে॥
কামাদি-রিপুকে, আপনা জানিয়া,
তাদের উরুতে মাথা।
ঘরের সম্পদ, যে করে জাহির,
চোরের সহিতে মিতা॥
মায়ায়ে ভুলিয়া, যে তোর অঙ্গনে,
কুহুর আন্ধার রাতি।
সব পরিজনে, ডাকিয়া জাগনা,
জ্বালাঞা স্বজ্ঞান-বাতি॥
সাধুর সহিতে, হরিকথা কহি,
রজনী করনা ভোর।
কহে প্রেমানন্দ, তে ভয় কাহার,
জাগন-ঘরে কি চোর॥

( ৭০ )

এ মন! আর কি বলিব তোরে।
মানুষ দুর্ল্লভ, জনম পাইয়া,
এবার ভাঁড়ালি মোরে॥
এই তনুগৃহে, তুমি সে গৃহস্থ,
সকল তোমার যত।

আশা লজ্জা দুই তোমার গৃহিণী,
আশাতে হইলি রত ॥
কামাদি করিয়া, তাহাতে জন্মিল,
আশার নন্দন ছ'টি ।
লালিয়া পালিয়া, তাদের বাঢ়ালি,
যমকে যাইতে ভাঁটি ॥
বিবেক বলিয়া, লজ্জার কুমার,
কভু না বসালি কোরে ।
যাহার প্রসাদে, শমন তরিবে,
তাহারে খেদালি দূরে ॥
বিদ্যা-নামে আর, লজ্জাব দুহিতা,
যতন না কৈলি তায় ॥
অবিদ্যা বলিয়া, আশার জননী,
বিকালি তাহার পায় ।
আশা আশা-সুত, অবিদ্যা ঘুচায়ে,
শ্রীহরি স্মরণ কর ।
কহে প্রেমানন্দ, বিপাকে পড়িয়া,
এখন সামাল ঘর ॥

( ৭১ )

এ মন! কি কৈলি মানুষ হ'য়ে ।
উদর লাগিয়া, কুক্কুর-সমান,
সতত ফিরিলি ধেয়ে ॥

সুখে বা দুঃখে, নিজ পরিজন,
তা' তোর এড়ান নাই ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-, গোবিন্দ-সেবন,
কেবল বঞ্চিত তাই ॥
পূরব জনমে, যেমন ক'রেছ,
ভাবিয়া দেখহ তবে ।
কি জানি কি পুণ্যে, মানুষ হ'য়েছ,
এবার তাহা না হবে ॥
দিলে সে পাইবা, পাইলে সে দিবা,
না পা'লি না দিলি ভাই ।
দিতে না পারিলি, নিতে কি জালিস,
ইহাও শকতি নাই ॥
দেওয়া লওয়া দুই, কিছু না করিলি,
তে কেনে আইলি ভবে ।
বসিয়া খাইতে, ইহা যে ঘুচিবে,
আবার চৌরাশি হবে ॥
লহ-লহ হরি-, নাম লওরে ভাই,
সকল ধনের খনি ।
কহে প্রেমানন্দ, জগতে অক্ষয়,
হওনা এ ধনে ধনী ॥

( ৭২ )

ওরে মন! এ তনু-রাজ্যের তুমি রাজা।

যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সে সব প্রধান জন,
পালিতে উচিত হয় প্রজা॥
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি মাত্র, এ তোমার দুই পাত্র,
রাজ্য বা সঁপিলি কার করে।
কুবুদ্ধি করিয়া লুট, রাজ্য যে করিল ভুট,
অসৎ বই সৎ না আচরে॥
কামাদি কদর্য্য যত, তারা পীড়ে অবিরত,
দমন করিতে নার তারে।
কুবুদ্ধির সঙ্গে মিলি, দিয়া তারা করতালি,
ডাকা চুরি করে ঘরেঘরে॥
রাজমন্ত্রী করে পাপ, রাজা প্রজা পায় তাপ,
রাজ্য তার হয় ছারখার।
তুমি হও অধিকারী, তবোপর কেবা ভারি,
যে যেমন কর প্রতিকার॥
যদি মোর কথা লও, সুবুদ্ধির পানে চাও,
প্রজাগণ সঁপ তার হাতে।
পালন করিবে সুখে, এড়াইবে সব দুঃখে,
ধর্ম্মের প্রভাব হবে যাতে॥
যে প্রভু তোমার রাজা, করহ তাঁহার পূজা,
পরমাত্মা-রূপে সে গোবিন্দ।

প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণকর্ম্ম অনুক্ষণ,
প্রজা ল'য়ে করহ আনন্দ ॥

( ৭৩ )

ওরে মন ! তুমি বা কেমন মালাকার।
নিরন্তর বৈস যায়, অবধান নাহি তায়,
এ তনু-আরামে কি সুসার ॥
রোপি ভক্তি-পুষ্পশ্রেণী, শ্রবণ-কীর্ত্তন-পানী,
সিঞ্চিতে আলিস কর তায় ॥
সংসার-বাসনা সূর্য্য, তার কি প্রতাপ শৌর্য্য,
দেখ তরু সে তাপে শুকায় ॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সব তোর পরিজন,
নিযুক্ত করহ সব তাতে।
রাত্রিদিনে অবিরাম, কর সবে এই কাম,
সিঞ্চিয়া বাঢ়াও ভালমতে ॥
সাধুসঙ্গ-ঘেরা করি, স্বজ্ঞান-প্রহরী ধরি,
সাবধানে থাকিয়া তাহায়।
কাম-ক্রোধ-আদি ছাগ, খেদাড়িয়া দিবে তাক,
জালী শাখা পল্লব চাবায় ॥
পুষ্প হবে বিকসিত, দিক্ হবে সুবাসিত,
সন্তোষে লইয়া পরিজন।
অঞ্জলিঅঞ্জলি ভরি, পরমাত্মা-রূপে হরি,
তাঁর পদে কর সমর্পণ ॥

প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ পূজ অনুক্ষণ,
লোভের সূতায় গাঁথ মালা।
কৃষ্ণে দিয়া এ উদ্যান, চাহি লে রে প্রেমধন,
আপনি ঘুচিবে সব জ্বালা॥

( ৭৪ )

এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন,
এ তোর কেমন বুক॥
স্থাবরযোনিতে, ক্রমে যে জনম,
হইয়া বিংশতি-লক্ষ।
জলজন্তু-মাঝে, নব-লক্ষ তার,
জলেই বসতি ভক্ষ্য॥
একাদশ-লক্ষ, কৃমিতে জনম,
দশ-লক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে, ক্রমে তেত্রিশ-লক্ষ,
মানব চতুর্লক্ষ॥
মানুষে আসিয়া, কুৎসিত দ্বি-লক্ষ,
শূদ্রাদি দ্বিশতবার।
ব্রাহ্মণকুলেতে, পরে একবার,
তা' সম নাহিক আর॥
কতেক কলপ, ভ্রমিয়া মানুষ,
এমন জনমে পাপ।

শমনে বান্ধিয়া, পুন না ফেলাবে,
আবার তোমারে বাপ ॥
বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
অসত ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর,
এ সব যাতনা এড় ॥

( ৭৮ )

ওরে ভাই ! কৃষ্ণ সে এ তিন-লোক-বন্ধু।
জীব নিজকর্ম্মে বন্ধ, মায়াতে পড়িয়া অন্ধ,
উদ্ধারিতে করুণার সিন্ধু ॥
নিজ-শক্তি-গুণগণ, সব নামে সমর্পণ,
ন্যূনাধিক্য নাহিক বিচার।
নাম নামী ভেদ নাই, নামীর গুণ নামে পাই,
নাম করে হেলায় উদ্ধার ॥
নাহি কালাকাল তার, শুচি কি অশুচি আর,
নাম লৈতে নিষেধ না ইথে।
কি মোর দুর্দ্দৈব হায়, হেন যে দয়ালু পায়,
অনুরাগ না জন্মিল তাতে ॥
ওরে মন ! পায়ে পড়ি, অসত প্রয়াস ছাড়ি,
কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ।
এ বড় সুলভ অতি, নামে যদি কর প্রীতি,
তবে প্রেমানন্দের নন্দন ॥

( ৭৬ )

ওরে মন! মিনতি করিয়া ধরি পায়।

কেন বৃথা চিন্ত অন্য, চিন্ত কৃষ্ণপদ ধন্য,

এই ভিক্ষা মাগিয়ে তোমায়॥

কি মিথ্যা-জল্পনে বক্ত্র, ডুবি আছ অবিরত,

কৃষ্ণকৃষ্ণ কহ ওরে ভাই।

কর্ণ! কৃষ্ণ-লীলা-গুণ, শুন তুমি অনুক্ষণ,

অন্য গীত বাদ্য দেখ নাই॥

চক্ষু! মোর নিবেদন, এ সংসারে সর্ব্বক্ষণ,

কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ কর।

কৃষ্ণ বিনা যদি আর, যে থাকে সে ছারখার,

তাহে অতি দূরে পরিহর॥

তোমরা বান্ধব হৈয়া, যার যে সে গুণ লৈয়া,

রহ সবে শ্রীকৃষ্ণ-তৃষ্ণায়।

ধন্য প্রেমানন্দ-জন্ম, যদি কর এই কর্ম্ম,

তবে মোর অন্তর জুড়ায়॥

( ৭৭ )

এ মন! হরিনাম কর সার।

এ ভবসাগর, হবে বালিচর,

হাঁটিয়া হইবি পার॥

ধরম করম, এ জপ এ তপ,

জ্ঞান যোগ যাগ ধ্যান।

নহি নহি নহি, কলিতে কেবল,
উপায় গোবিন্দনাম ॥
ভুকতি মুকতি, যে গতি সে গতি,
তাহে না করিহ রতি।
মেঘের ছায়ায়, জুড়ান যেমন,
কহনা সে কোন্ গতি ॥
বদন ভরিয়া, হরিহরি বল,
এমন স্থলভ কবে।
ভারতভূমেতে মানুষ-জনম,
আর কি এমন হবে ॥
যতেক পুরাণ-, প্রমাণ দেখনা,
নামের সমান নাই।
নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয়,
প্রেমেতে হরিকে পাই ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, কর অনুক্ষণ,
অসত পচাল ছাড়ি।
কহে প্রেমানন্দ, মানুষ-জনম,
সফল করনা ভাড়ি ॥

( ৭১ )

এ মন! হরি হরি হরি বল।
অসার ভাবনা, বাঁ পায়ে ঠেলিয়া,
সদাই আনন্দে দোল ॥

কি ছার এ আর, কুবোল সুবোল,
সে সব পচাল বৃথা।
তাহাতে যে কাল, সে কাল বিফল,
আরো কি তোমার মাথা॥
সতের সহিতে, মিলিয়া-যুলিয়া,
হরির চরিত্র গাও।
এ বোল রাখনা, বলিয়া দেখনা,
কতনা আনন্দ পাও॥
ইথে কি আলিস, শুনরে বালিশ,
সকলি তোমার বশ।
বদন ভরিয়া, হরি বল যদি,
ভুবনে ঘুষিবে যশ॥
ভারতভূমেতে, মানুষ-জনম,
এ অতি সুকৃতিফলে।
যে কর সে কর, এখনি করহ,
কি হবে এ তনু গেলে॥
বলনা এ আয়ু, তাহা বা ক'দিন,
পুন সে যাইতে পারে।
কহে প্রেমানন্দ, হরি না বলিলা,
যাইবা শমনঘরে॥

( ৭৯ )

ওরে মন! কৃষ্ণনাম-সম নাহি আন।

ধর্ম্ম কর্ম্ম তপ ত্যাগ, ধ্যান জ্ঞান ব্রত যাগ,
কেহ নহে নামের সমান॥

যে নাম লইতে হর, প্রেমে মত্ত দিগম্বর,
বাল্মীক হইল তপোধন।

অজামিল বিপ্র ছিল, নামাভাসে মুক্তি পাইল,
পুত্রকে ডাকিয়া 'নারায়ণ'॥

যে নামের স্বাদু পাঞা, তম্বুরে ফিরয়ে গাইয়া,
দেবঋষি নারদ গোসাঞি।

সত্যভামা ব্রতছলে, কৃষ্ণসঙ্গে করি তুলে,
দেখাইলা নামের বড়াই॥

অনন্ত সহস্রমুখে, যে নাম গায়েন সুখে,
তবু তো করিতে নারে সীমা।

লক্ষ্য করি অর্জ্জুনকে, প্রভু আপনার মুখে,
ক'হেছেন নামের মহিমা॥

প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ বল অনুক্ষণ,
দুর্ব্বাসনা ছাড়িয়া হৃদয়।

প্রেমে উচ্চ নাম করি, অবশ্য পাইবে হরি,
নাম আর নামী ভিন্ন নয়॥

( ৮০ )

ওরে মন! আর কত দগধ আমায়।

গলেতে বসন করি, দশনেতে তৃণ ধরি,

নিবেদন করি তোমার পায়॥

যদি কহ অন্য কথা, খাও রে আমার মাথা,

সদানন্দে কৃষ্ণকৃষ্ণ বোল।

ছাড় অন্য বৃথা কথা, কর্ণ না পাতিও তথা,

কৃষ্ণ বিনে সব গণ্ডগোল॥

যদি অন্য চিন্ত ভাই, তবে তোমার দোহাই,

চিন্ত কৃষ্ণ-চরিত্র মধুর।

ব্রজভূমি বৃন্দাবন, সঙ্গে সখা সখীগণ,

নিত্যলীলা প্রেম-রসপূর॥

না কর অসত দৃষ্ট, সর্ব্বত্রেই নিজাভীষ্ট,

স্ফূর্ত্তি করি দেখ নিরন্তর।

অসৎসঙ্গ ছাড়ি বপু, কৃষ্ণ কহি জিন রিপু,

সাধুসঙ্গে রাখ কলেবর॥

কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধে নাসা, সাধুসঙ্গে রাখ আশা,

খুঁজিয়া ফিরহ রাত্রিদিনে।

প্রেমানন্দ কহে মন, শ্রীকৃষ্ণ কহিতে যেন,

অশ্রুজল বহে দু'নয়নে॥

( ৮১ )

ওরে মন! হরিহরি বল ভাই।

বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখনা,
নামের সমান নাই॥

সাগর লঙ্ঘিয়া, ফিরে হনুমান
লইয়া রামের নাম।

সে-ই সে সাগর, আপনে তরিলা,
পাতরে বান্ধিয়ে রাম॥

দ্বারকাভবনে, নারদ গোসাঞিও,
সাধিলা আপন কাজ।

হরিনাম তুলি, দেখালে মহিমা,
এ তিন-লোকের মাঝ॥

গঙ্গা স্নান করে, যে করে সে তরে,
না করে না তরে পুন।

আর এক তাঁর, নামের মহিমা,
বিশ্বাস করিয়া শুন॥

শতেক যোজনে, বসিয়া যে জন,
'গঙ্গা গঙ্গা' ইতি বলে।

সবাকার পাপ, হইয়া মোচন,
বিষ্ণুর লোকেতে চলে॥

মরণকালেতে, কোন্‌খানে কেবা,
গঙ্গায় পরশি রাখে।

তারণ-কারণ, নাম বিনে আর,
কে কার শ্রবণে ডাকে॥
সকল কালেই, নামের প্রকট,
কখন বিরাম নয়।
নামের সহিতে, রূপ গুণ লীলা,
ভাবিয়া দেখিলে হয়॥
'কৃষ্ণ' দু' আখর যাহার জিহ্বায়,
ভুবন জিনিল সে।
কহে প্রেমানন্দ, কি মোর দুর্দ্দৈব,
ভুলিয়া রহিনু যে॥

( ৮২ )

এ মন! ইহা কি তুমি না বুঝ।
সাধন ভজন. এ বড় দুর্গম,
বিচারি কেন না বুঝ॥
আশ্রয় করিছ, যে ভাব সে ভাব
স্বভাব না গেল ক্ষয়।
পুরুষ হইয়া, প্রকৃতি কেমন,
কেমনে কাম বা জয়॥
তুমি যে পুমান, এ ভাব কভু ত,
স্বপনে ছাড়িতে নার।
বৃদ্ধ হৈলে কহ, এ কাম ঘুচিবে,
বৃথা এ ভরসা কর॥

খাইতে শুইতে, কথন ভুলিছ,
বাকি না পড়িছে এথা।
কোটিতে গুটিক, কেহ কোনখানে,
সতত সে ভাব কোথা॥
দুটি রিপু তোর, সদা বলবান,
আগে ত তাদের জিন।
তবে সে পারিবা, নহে সে হারিবা,
ভরমে সারিবে কেন॥
এতেকে বলিছি, কিছু না পারিছি,
তে তোর পায়েতে ধরি।
কহে প্রেমানন্দ, তে সব পাইবে,
বল হরি হরি হরি॥

( ৮৩ )

ওরে মন! কি ভয় শমনে করি আর।
যদি কৃষ্ণপদে রতি, কি করিবে পিতৃপতি,
ইহা কেনে না কর বিচার॥
যে পদ ভরসা করি, ব্রহ্মা সৃষ্টি-অধিকারী,
যে পদ বাঞ্ছয়ে পঞ্চানন।
যে পদে গঙ্গার জন্ম, লক্ষ্মী জানে যাঁর মর্ম্ম,
অহর্নিশ স্মরে অনুক্ষণ॥
ধ্রুব-আদি যে প্রসাদে, যোগীন্দ্র ধরয়ে হৃদে,
মুনিগণ যে পদ ধেয়ায়।

দ্রৌপদী প্রহলাদ করি, যে পদ হৃদয়ে স্মরি,
দেখ কত সঙ্কট এড়ায় ॥
যদি কর নিজ কাজ, মিত্র হবে ধর্ম্মরাজ,
বৃথা চিন্ত অসার সংসার।
কহে দীন প্রেমানন্দ, চিন্ত কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব,
ত্রিভুবনে শত্রু নহে আর ॥

( ৮৪ )

ওরে মন ! কিছু স্মৃতি নাহিক তোমার।
যবে গুরু কৃপা করি, মন্ত্র দিল কর্ণ ধরি,
তাহা কেনে না কর বিচার ॥
পুষ্প দিয়া গুরুপায়, সমর্পিলে দেহ তাঁয়,
সেই কালে করি আত্মসাথ।
বয় রূপ নাম মূর্ত্তি, সেবা অনুগতি স্থিতি,
সব তত্ত্ব ক'হেছেন তোমাত ॥
আপনা চিনিয়া লহ, কিসে এ আমার কহ,
তোর মোর বল কি সাহসে।
যদি কহ অনুদ্দিশ্য, কোথা গুরু কোথা শিষ্য,
তবে বান্ধা যাবে কর্ম্মফাঁসে ॥
যদি বল সে দেহেতে, সতত থাকিলে তাতে,
এ দেহ চেতন থাকে কায়।
চেতন না থাকে যবে, কে করে আহার তবে,
অশন নহিলে দেহ যায় ॥

তবে শুন তার মর্ম্ম, গোপিকার ভাব ধর্ম্ম,
কৃষ্ণসুখে সকল আচার।
বেশভূষাদি অশন, কৃষ্ণে সব সমর্পণ,
দেহে আত্মসুখ নাহি যাঁর॥
এখানে সেখানে এক, ভেবে দেখ পরতেক,
বিনা ভাবে সকলি অন্যায়।
প্রেমানন্দ কহে মন, ভাবে ডুব অনুক্ষণ,
ভাবসিদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্বথায়॥

( ৮৫ )

এ মন! তুমি কি ভাঁড়াম কর।
সেবক হএাছি, আশ্রয় ক'রেছি,
কিসে এ গরব ধর॥
'সেবক' বলিয়া, এ তিন আখর,
তিনের তিনটী কাম।
তা যদি না কর, কি মত আচর,
তে কিসে সেবক নাম॥
'সে' আখর কয়, কর গুরু-সেবা,
স্বীকার' গুরুর বাক।
তা'ছাড়ি সেবিলি, স্ত্রী-বাক পালিলি,
'সে' ঘুচি রহিল 'বক'॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে, বাসুদেব ভজ,
ফুকারি কহিছে 'ব'।

তাহা না শুনিলি. অসতে মজিলি,
'ব' ছাড়ি রহিল 'ক' ॥
'ক' বলে কহনা, কৃষ্ণের চরিত,
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান।
তা' কৈলে কখন, সংসারে মগন,
'ক' গেল করিয়া মান ॥
একে একে দেখ, তিনেই ছাড়িল,
বসতি হইল খালি।
কহে প্রেমানন্দ, তে যমকিঙ্কর,
হাতে বাজাইছে তালি ॥

( ৮৬ )

এ মন ! সাধন জান কি কাছে।
আপনা চিনিয়া, সমাহিত হও,
সাধন বুঝহ পাছে ॥
যেন আম্রফল, কষায় অম্বল,
মধুর বসিলে পাকে।
কষা ছাড়ি অম্বল, ক্রমেতে মধুর,
মধুরে কষা কি থাকে ॥
তেমতি জানিবে, পোষক সিদ্ধতা,
আছয়ে অনেক দূরে।
পোষকে থাকিয়া, সিদ্ধির আচার,
কি সাধন বলি তারে ॥

কষার অভাবে, অম্বল বৈসয়ে,
পোষকে সাধকে এই।
অম্বল ঘুচিলে, মধুর বলিয়ে,
সাধক সিদ্ধির সেই॥
স্বভাব ছাড়িলে, অনর্থ-নিবৃত্তি,
সাধন ইহার পরে।
বীজ না রোপিয়ে, কোঠা বান্ধ আগে,
ফল পাড়িবার তরে॥
জিহ্বার আলিসে, হরি না বলিস,
কেমনে করিবি সেবা।
কহে প্রেমানন্দ, এহ বড় ধন্দ,
কথার বাণিজ্য এবা॥

( ৮৭ )

এ মন! ঘর ছাড়িলে কি তরে।
যত পশুগণ, তে কেন তরেনা,
বনেতে যাহারা চরে॥
আহার ত্যজিলে, যদি হরি পাই,
বিচারি কহনা ভাই।
যত ফণিগণ, তে কেন তরেনা,
ভক্ষণ যাহার বাই॥
না ভজিয়া যদি, বেশ ধরি পাই,
অভাব থাকিত কারে।

রাখালে মিলিয়া, প্রলম্ব তে কেনে,
বাছিয়া ফেলিল তারে ॥
সাধন ভজন, কথায়ে কহিছ,
অন্তর রাখিছ কাতে।
সরম রাখিতে, • ভরম করিছ,
ধরম ডুবিল তাতে ॥
প্রেমের আচার, লোকের প্রচার,
মদনে মাতিছ সুখে।
যাহার পরশে, সে প্রেম বিনাশে,
তাহারে ধরিছ বুকে ॥
স্বভাব ছাড়িতে, যদি না পারিছ,
তে কেনে ভাঁড়িছ লোক।
কহে প্রেমানন্দ, স্বভাব না গেলে,
ভরমে নাশিবে তোক ॥

( ৮৮ )

এ মন! কি করে বরণ-কুল।
যেই কুলে কেন, জনম না হয়,
কেবল ভকতি মূল ॥
কপিকুলে ধন্য, বীর হনুমান,
শ্রীরাম-ভকতরাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে,
ঈশ্বরসভার মাঝ ॥

দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি,
ভুবনে রাখিল যশ ।
স্ফটিকস্তম্ভেতে, প্রকট শ্রীহরি,
হইয়া যাহার বশ ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা,
গুহক চণ্ডালবর ।
বলনা কি কুল, বিদুরের ছিল,
খাইল তাহার ঘর ॥
দেখনা কেমন, সাধন করিল,
গোকুলে গোপের নারী ।
জাতিকুলাচারে, তবে কি করিল,
সে হরি যে ভজে তারি ॥
শ্রীকৃষ্ণভজনে, সবে অধিকারী,
কুলের গরব নাই ।
কহে প্রেমানন্দ যে করে গরব,
নিতান্ত মুরখ ভাই ॥

( ৮৯ )

ওরে মন ! ভাব-সিদ্ধি কেবল বিশ্বাস ।
সাক্ষাতে আছয়ে রত্ন, তাহাতে না কর যত্ন,
কিবা হবে খুঁজিলে আকাশ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত এক, নাহি দেখ পরভেক,
কৃষ্ণবাক্য ভগবদগীতাতে ।

তাহাতে নহিল রতি, শূন্য ভাবি পাবে কতি,
করে মুকুর, দেখ কি কূপেতে ॥
যদি না আস্বাদ জানে, নিকটে থাকেনা কেনে,
কিবা বস্তু জানে সে কেমনে।
বসে অলি পদ্ম'পরে, খুঁজি মধু পান করে,
কাছে থাকি ভেক তা না জানে ॥
যার সঙ্গে প্রীতি যার, দূরেহ নিকট তার,
পদ্ম-ভানু কুমুদ-চন্দ্র সাক্ষী।
শিখী উনমত্ত হৈয়া, নাচে পুচ্ছ পসারিয়া,
গগনে জলদপুঞ্জ দেখি ॥
অনিত্য যে নিত্য হয়, যদি কর সুপ্রত্যয়,
অসাহস কেনে কর ভাই।
প্রেমানন্দ কহে মতি, স্ব-ভাবে জানিয়া রতি,
দৃঢ় কর, তবে কি হারাই ॥

( ৯০ )

ওরে মন! কি তোমার বুঝিবার ভুল।
কহিছ বেদের পার, করিছ নিষিদ্ধাচার,
ভাবি দেখ আপনার মূল ॥
মুক্তিকে ঐশ্বর্য্য বলি, দূরেতে দিয়েছ ফেলি,
ইঙ্গিতে বুঝাও এই তত্ত্ব।
অনিত্য অসার অর্থ, সে ভাল সদাই প্রার্থ,
যা লাগি রজনীদিবা মত্ত ॥

নির্হেতু যাজন কর, হেতু সে ছাড়িতে নার,
কথায় বিরক্ত এ সংসার।
সর্ব্বস্ব বলিছ যার, দিতে এক বট তার,
সে চাহিলে কহ আপনার॥
কহ ভজি বৃন্দাবন, ঘরে সুখ পাস মন,
ভালবাস বসন-ভূষণে।
সন্তুষ্ট মানিছ মানে, মহাক্রোধ অপমানে,
আত্মসুখ ঘুচিল কেমনে॥
কহিছ গোপীর ধর্ম্ম, কি বুঝিব তার মর্ম্ম,
স্বভাব ছাড়িতে নার তিলে।
দেখিয়া পাইছ সুখ, প্রকৃতি-বাঘিনী-মুখ,
সর্ব্বাঙ্গা-সহিতে সেই গিলে॥
কহে শুন প্রেমানন্দ, বিচারিলে সব ধন্ধ,
কহিলে শুনিলে কিবা হয়।
হরিহরি অবিরত, কহ এই প্রেমপথ,
নির্ম্মল হইলে সুনিশ্চয়॥

( ৯১ )

ওরে মন! সাধুসঙ্গ পরম কারণ।
ক্ষণে সাধুসঙ্গ করে, তাপ পাপ দৈন্য হরে,
কৃষ্ণচন্দ্র করায়ে স্মরণ॥
কর্ম্ম যোগ নানা ধর্ম্ম, সাংখ্যযোগ আদি কর্ম্ম,
তপ ত্যাগ বেদপাঠ আধি।

মহাপুর মহাঘর, কূপ দীঘী সরোবর,
ব্রত দান পুণ্য নিরবধি ॥
বহু যজ্ঞ করে যত্নে, বহু মাগ্য করে রত্নে,
বিবিধ দক্ষিণা সমর্পণ।
সংযম নিয়ম কত, পৃথিবীতে হয় যত,
করে নানা তীর্থ পর্য্যটন ॥
এত রূপে কৃষ্ণ প্রভু, কারো বশ নহে কভু,
সাধুসঙ্গ বিনা কেহ নারে।
সাধুসঙ্গে ভক্ত্যভ্যাস, অজ্ঞান-অবিদ্যা-নাশ,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুলভ তাহারে ॥
নারদের সঙ্গ হৈতে, ব্যাধ হৈল ভাগবতে,
প্রহ্লাদ শিক্ষিল গর্ভমাঝ।
পঞ্চমবৎসরের কালে, ধ্রুব সাধিলেন হেলে,
জড়ভরত হইতে রহূরাজ ॥
হরিদাসঠাকুর-সনে, এক বেশ্যা একদিনে,
তিন লক্ষ হরিনাম কৈল।
কি হবে আমার গতি, হেন সাধুসঙ্গ প্রতি,
প্রেমানন্দের মন না ডুবিল ॥

( ৯২ )

ওরে মন! সাধুসঙ্গে করহ বসতি।
যদি কর্ম্মপাশ-বন্ধে, মগন করয়ে অন্ধে,
যদি কুল-বিহীন উৎপতি।

যদি পশু পক্ষী কৃমি, জন্মিয়াজন্মিয়া ভ্রমি,
সতত করায় গতাগতি।
যেমনতেমন স্থানে, গৃহে বা পর্ব্বত-বনে,
কাঁহা কেনে না হয় বসতি॥
থাকে যেন এই সূত্র, দৃঢ়চিত এই মাত্র,
শ্রীহরিচরণে রতিমতি।
ঘুচিবে সকল দুঃখ, পাইবে অশেষ সুখ,
বুঝি কর শ্রীহরিভকতি॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান যোগ, স্বর্গ মোক্ষ ভুক্তি ভোগ,
কৃষ্ণসেবানন্দ ইহা বিনে।
যদি ইথে কোন ক্ষণ, বান্ধ তায় আমার মন,
তবে যেন হয় তো মরণে॥
'রাধা কৃষ্ণ' দুটী নাম, জিহ্বা যেন অবিরাম,
দুঁহু-গুণ-লীলাতে শ্রবণ।
কহে প্রেমানন্দ দীনে, দুঁহু-চিন্তা অনুক্ষণে,
রূপে যেন থাকয়ে নয়ন॥

( ৯৩ )

এ মন! ভাবিয়া দেখনা ভাই।
যে তোর জীবন, জীইছ যাহাতে,
চিনিতে নারিলে তাই॥
লোচন বচন, শ্রবণ শকতি,
এ সব যাঁহার সাথে।

মায়ায় ভুলিয়া, আমার বলিয়া,
মজিলি অসত-পথে ॥
সে যবে নড়িবে, এ দেহ পড়িবে,
তা' বিনু তিলেক মিছা।
সৃজন পালন, প্রলয় সকলি,
কেবল তাঁহার ইচ্ছা ॥
মায়া না সৃজিয়া, দয়া না করিছে,
যাহাতে সংসারে তরে।
এ বেদ পুরাণ, কত উপদেশ,
তবু যে বুঝিতে নারে ॥
অন্তরে থাকিয়া, যতেক মমতা,
বাহিরে ব্যাপিয়া তত।
অন্তরে থাকিতে, চিনিতে নারিলি,
বাহিরে চিনিবি কত ॥
এক যে চিনিলি, অনেক জানিলি,
একই অনেক তার।
কহে প্রেমানন্দ, বিনা পরিচয়ে,
তা' সনে সম্বন্ধ কার ॥

( ৯৪ )

এ মন! সচেতন থাকনা রে ভাই।
শমন-সদন, অন্ধকার যেন,
এখন জানহ নাই ॥

স্ব-বল টুটিল, নিশান উঠিল,
দেখনা পাকিল কেশ।
দশন নড়িল, শবদ পড়িল,
আসিয়া চড়িল দেশ॥
লোচন ঘাটিল, বচন ভাটিল,
শ্রবণ পশিল ডরে।
দেখিয়া বিপত্তি, করিয়া যুকতি,
অলপে অলপে সরে॥
অস্থি শুটিল, রুধির ঘাটিল,
পল পলাইল পাছে।
চর্ম্ম গলিল, মনীষা চলিল,
প্রমাদ ফলিল কাছে॥
সকলে ভাগিল, আলিস জাগিল,
কখন ঢুকিয়া ঘরে।
করি কোন ছলে, কর পদ গলে,
বান্ধিয়া লইবে চোরে॥
এ মন পাগল, হরিহরি বল,
চেতন থাকিয়া কাজে।
কহে প্রেমানন্দ, শুনিয়া আনন্দ,
শমন পলাবে লাজে॥

( ৯৫ )

এখন দেখনা রে মন কাণা।

সময় জানিয়া, শমনকিঙ্কর,

দুয়ারে বসালে থানা ॥

বিপত্তি দেখিয়া, আগে পলাইছে,

সঙ্গের সঙ্গিয়া যত।

বুঝিতে নারিয়া. মিছে দুরাশায়,

হাচড়ি মরিলি কত ॥

শ্রবণ-দুয়ারে, কপাট পড়িল,

নয়নে নিভাল বাতি।

চিকুর-নিকর, বরণ ছাড়িল,

দশন ছাড়িল পাতি ॥

বচন-রচন, কোথা লুকাইল

শব্দ হইল ঘোর।

চলিতে-ফিরিতে, লটর-পটর,

পিছে পিছাইল জোর ॥

মাংস কষিল, রুধির শোষিল,

বিকল হইল কল।

এ আমি আমার, তবু না ঘুচিল,

সম্মুখে ধরিবে ফল ॥

উঠিতে বসিতে, 'বাপ মা' শব্দ,

শ্রীহরি বলিতে লাজ।

কহে প্রেমানন্দ, আর কি বিলম্ব,
শমননগরে সাজ ॥

( ৯৬ )

এ মন ! তোমারে কহিনু সার ।
এ তিন ভুবন, চাহিয়া দেখনা,
মানুষ পাবেনা আর ॥
ভাবিয়া বুঝনা, দেবের শকতি,
ক্ষীরোদে যাইতে নারে ।
ভারতভুবনে, সাধিতে পারিলে,
হাঁটিয়া গোলোক ধরে ॥
সে-ই সে মানুষ, ত্রিবিধ প্রকার.
সহজ সবার বড় ।
করযোড়ে হেথা, দেব কি গন্ধর্ব্ব,
মানুষ-দুয়ারে জড় ॥
মানুষ ভজিয়ে, মানুষ চিনিয়ে,
যে জন মানুষ হয় ।
সুখের সাগরে, সে রহে সতত,
ভুবন করিয়া জয় ॥
এমন মানুষ, না মিলে কখন,
যাবত অজ্ঞান ঘুচে ।
লোকের ভিতরে, মানুষ খুঁজিলে,
কোটিকে গুটিক আছে ॥

আকৃতি দেখিয়া, কে চিনে মানুষ,
মানুষ আচরে তারা।
কহে প্রেমানন্দ, মানুষ নহিলে,
মানুষ চিনিবে কারা॥

( ৯৭ )

এ মন ! মরণে কি কর ডর।
সংসারে জনমি, কে আছে অমর,
মরণ কাহার পর॥
শরীর ছাড়িলে, মরণ কহি সে,
বল যে কাহার নাই।
মানুষ মরিয়া, কু-যোনি যায়ে ত,
মরণ গণিয়ে তাই॥
মানুষ আসিয়া, আপনা সারিয়া,
মরিয়া মানুষ হয়।
পুরাণ ঘুচিয়া, নবীন হয় সে,
কে তারে মরণ কয়॥
মুনি সব আগে, গোবধ করিত,
গোমেধ-যজ্ঞের লাগি।
যে মরে সে হয়, কিবা অপচয়,
তেঁই না বধের ভাগি॥
জরাত্ব যাইয়া, যুবত্ব মিলয়ে,
মরণে হইল লাভ।

তবে সে মরণ, না করি গণন,
বেদের এই সে ভাব॥
যমকে নাচাঞা, মানুষ মরিয়া,
মানুষ হও ত ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, ,, হরিহরি বল,
তে তোর মরণ নাই॥

( ৯৮ )

এ মন! বিচারি কেননা চাও।
দেখ ভবরোগ, তে কেনে ঘুচেনা,
কতনা ঔষধ খাও॥
কতনা করিছ, প্রসাদ ভক্ষণ,
চরণধৌত জল।
এ সব ঔষধী, পান কর তবু,
ধাতুতে নাহিক বল॥
জিহ্বার পরশে, যে হরিনামেতে,
প্রেমেতে ভাসায় তনু।
সে নাম লইয়ে, আর্দ্র না হইলি,
লোহার পিণ্ড সে জনু॥
ভাবিয়া দেখনা, ঔষধে কি করে,
কুপথ্য ছাড়িতে নারো।
কুপথ্যে থাকিলে, রোগ না ছাড়িবে,
অরুচি বাড়িবে আরো॥

অনুপান জানি, ঔষধী খাওতো,
রোগের দমন হবে।
এখনো তা' যদি, বুঝিতে না পার,
তবে সে জানিবে কবে॥
ক্ষুধাটি বাঢ়য়ে, রুচিটি জনমে,
খাইতে আনন্দজল।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে জানিহ,
ঔষধী-ধারণ-ফল॥

( ৯৯ )

এ মন ! ভাবিয়া দেখনা ভাই।
বল কি সাধনে, কোথা বা পাইবে,
সিদ্ধের কোন বা ঠাঁই॥
নন্দের নন্দন, ভজন করিতে,
শচীর নন্দন সে।
যত গোপীগণ, মহান্ত হইল,
সেখানে আর বা কে॥
ব্রজলীলা-পর, কোথা এতদিনে,
কেবল প্রকট এথা।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখনা,
এমন আর বা কোথা॥
যদি বল পুন, ব্রজেই চলিলা,
কহ কে দেখয়ে যাই।

ব্রহ্মার দিবসে, তেঁহ একবার,
আর কি এমন পাই॥
তবে বল যদি, নিত্যভাবে স্থিতি,
'নিত্য' বা বলহ কারে।
ব্রজ নবদ্বীপ, এ দুই বিহার,
কি ভজ ইহার পরে॥
নিত্যলীলা যত, আছয়ে ব্যকত,
বিচারি কেননা চাও।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব, তাহে অনুভব,
সকল কালে যে পাও॥
এখানে সাধন, সিদ্ধিও এখানে,
ভাবের গোচর সে।
এখানে তা' যদি, দেখিতে না পাও,
মরিয়া দেখিবে কে॥
রহিতে জীবন, এখনি সাধহ,
এ দেহ গেলে কি পার।
কহে প্রেমানন্দ, মানুষ নহিলে,
এ ভাব বুঝিতে নার॥

( ১০০ )

ওরে মন! তৃণদন্তে করি নিবেদন।
পুরুষ প্রকৃতি হৈয়া, গোপিকার ভাব লৈয়া,
সেব রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

ব্রজে বৃষভানুপুরে, যাবট ও নন্দীশ্বরে,
শ্রীকৃষ্ণ যমুনা বৃন্দাবন।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, আপনার নিজাভীষ্ট,
অনুগত রহ অনুক্ষণ॥
পূর্ব্বরাগ-আদি ক্রমে, যে রস যে লীলাস্থানে,
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগানুসারে।
সে সুখে সে দুঃখে দুঃখী, হইবে সময় দেখি,
সেব সদা চিন্তিয়া অন্তরে॥
রসকথা-আলাপনে, তাহাতে পাতিয়া কাণে,
বসতি করহ সখীমাঝে।
প্রেমানন্দ কহে চিত, আপনাকে শঙ্কিত,
সতত থাকিব সেবাকাজে॥

( ১০২ )

ওরে মন! হেন দিন হবে কি আমার।
সংসারে না করি রতি, গোপীভাবে ব্রজে স্থিতি,
করি সেবা করিব দোঁহার॥
শ্রীদেবী ললিতা সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
করি কবে করুণা-ঈক্ষণে।
জানিয়া কিঙ্করী তাঁর, চামরব্যজন আর,
নিয়োজিবে তাম্বূলসেবনে॥
শ্রীবিশাখাদেবী মোরে, আজ্ঞা দিবে নেত্রদ্বারে,
দোঁহাকার দুকূলসেবায়।

সুচিত্রা কথন-ছলে, কৃপা-স্মের-দৃগঞ্চলে,
কেশ-বেশ-সেবাতে আমায় ॥
শ্রীচম্পকলতা-সখী, কৃপাদৃষ্টে মোরে দেখি,
সমর্পিবে মিষ্টান্নসেবনে।
রঙ্গদেবী সখী হাসি, নিজ অনুচারী বাসি,
আজ্ঞা দিবে গন্ধানুলেপনে ॥
সুদেবী করুণা করি, এ দাসীরে হাতে ধরি,
দেখাবেন সুতৈলমর্দ্দনে।
তুঙ্গবিদ্যা দাসী-জ্ঞানে, সঙ্গীতের রাগতানে,
শিখাইবে নৃত্য-কলায়নে ॥
কবে ইন্দুরেখা সখী, কৃপায়ে অপাঙ্গে দেখি,
ভাণ্ডারে করিবে নিয়োজিত।
প্রেমানন্দ কহে বিধি, এই করি ভাবসিদ্ধি,
কবে মোর পূরাবে বাঞ্ছিত ॥

( ১০২ )

ওরে মন! কি লাগি সন্দেহ কর ভাই।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন, যমুনা-পুলিন-বন,
কৃষ্ণের বিহার এই ঠাঁই ॥
সাক্ষাতে দ্বাদশ বন, আর গিরি গোবর্দ্ধন,
আর স্থান গোকুল যাবট।
শ্রীকৃষ্ণ-মানসনদী, নন্দীশ্বরপুর আদি,
দানঘাটি তরু বংশীবট ॥

ইহা দেখি কহ পাছে, আর বৃন্দাবন আছে,
কোথা আছে আর নিরূপিতে।
দেখিয়া নহিল দৃঢ়, যে না দেখ তাই বড়,
কিবা ভজ না পারি বুঝিতে॥
তুমি চিন্তামণি যেই, ভাবের গোচর সেই,
কেবা কথি দেখিল সাক্ষাতে।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যত, কে অন্ত করিবে তত,
বেদ-বিধি না পারে কহিতে॥
যদি আর বৃন্দাবন, থাকে থাকুক ওরে মন,
দেখ এই অতি পরিপাটি।
কৃষ্ণ গোপ-অভিমান, চিন্তামণি যেই স্থান,
কাঁহা তাঁহা কাদা ধূলা মাটি॥
গোদোহন বাল্যখেলা, গোচারণ গোষ্ঠলীলা,
গোপ-গোপী-সঙ্গে যে বিহার।
দান নৌকা পুষ্পতোলা, মধুপান পাশাখেলা,
জলক্রীড়া বংশীচৌর্য্য আর॥
সূর্য্যপূজা দোল হোলি, যে করিলা রাসকেলি,
বনবিহারাদি এই ধামে।
এই ত সাধ্য সাধন, ইহাতেই ডুব মন,
এক দণ্ড না কর বিশ্রামে॥
এই নন্দসুতে প্রীত, এই ধাম সুনিশ্চিত,
এই বৃষভানুজার পায়।

ললিতা-বিশাখা-আদি, সখীর অনুগা সাধি,
প্রেমানন্দ তার নাহি চায়॥

( ১০৩ )

ওরে মন! কেনে ভুল সংশয় ভাবিতে।
শ্রীনন্দনন্দন হরি, গেলা কি না মধুপুরী,
সন্দেহ নারিছ ঘুচাইতে॥
যদি বল নন্দাত্মজ, সে কেন ছাড়িবে ব্রজ,
কখন না যায় অন্য স্থানে।
যে হৈতে অক্রূর আইল, কৃষ্ণচন্দ্র লৈয়া গেল,
কে আর রহিল বৃন্দাবনে॥
রাধিকার প্রাণনাথ, সর্ব্বদা গোপীর সাথ,
যদি বল বিহরে ব্রজেতে।
তবে কেনে গোপীগণ, বিরহে বিহ্বল-মন,
দূতী পাঠাইলা মথুরাতে॥
কৃষ্ণ যে উদ্ধব-দ্বারে, প্রবোধিলা গোপিকারে,
মহিষীর কোলে সদা কাঁপে।
রাধিকা স্মরণ করি, নেত্রে অশ্রুজলে ভরি,
ক্ষণে মূর্চ্ছা বিরহসন্তাপে॥
কুরুক্ষেত্রে দুইজনে, যাঁর যে আছিল মনে,
সব দুঃখ নিবারণ কৈল।
জানিয়া রাধার মর্ম্ম, বুঝাইলা নিজধর্ম্ম,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি প্রতীত হইল॥

কালিন্দী কর্ণিকা শ্যাম, অভেদ একই ধাম,
কেনে ইথে ভিন্ন ভেদ কর।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা ব্রজ, সদা এই ভাবে ভজ,
যদি ভাই ! মোর বোল ধর ॥
তিন-বাঞ্ছা-অভিলাষী, এবে নবদ্বীপে আসি,
রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকরি।
আপনে করি আস্বাদন, শিক্ষাইল ভক্তগণ,
বিস্তার করিল জগভরি ॥
নবদ্বীপে বৃন্দাবনে, এক কহ তবে কেনে,
ছাড়া কিসে মথুরানগর।
প্রেমানন্দ কহে মন, রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন,
একঠাঞি শ্রীগৌরসুন্দর ॥

( ১০৪ )

ওরে মন ! সখী-ভাব ধরিয়া অন্তর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সেবা, দুইরূপ রাত্রি দিবা,
চিন্ত, না হইও অবসর ॥
যমুনা-পুলিন-বনে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কেতস্থানে,
বংশীবট ধীরসমীরে।
কদম্বকুসুমবনে, বৃন্দাবন গোবর্দ্ধনে,
নিধুবন-নিকুঞ্জমন্দিরে ॥
যে সময়ে যেবা লীলা, যে রস কৌতুক খেলা,
শ্রীগুরু-মঞ্জরী-অনুগতি।

তাম্বূল চামর ব্যজ, ঘনসার মলয়জ,
কর বাস-ভূষণ-সেবাদি ॥
ললিতাদি সখীগণ, বেষ্টিত সে দুইজন,
হাস্যরস সুবেশ-ভূষণে।
প্রেমানন্দ কহে মন, এ আনন্দ অনুক্ষণ,
এই শোভা কর নিরীক্ষণে ॥

( ১০৫ )

এ মন! বিচারি কহনা ভাই।
বৃন্দাবনধন, নন্দের নন্দন
কেমন সাধনে পাই ॥
এ তিন ভুবনে, সবাই ভাবনে,
কত জনা কত ভাবে।
ব্রজের নিগূঢ়, রস এ দুর্ল্লভ,
সবার গোচর কবে ॥
দেখ কি সাধন, কৈল গোপীগণ,
কি প্রেম কেমনে জানি।
শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমে, সীমা না পাইয়া,
আপনে হইলা ঋণী ॥
গোপী-অনুগত, বিনা কে জানিবে,
যুগল মধুর রস।
আপন চিনিয়া, সাধিতে পারিলে,
বুঝিতে পারিবে যশ ॥

সাধন ভজন, মিছা চলাইছ,
স্বভাব ছাড়িতে নার।
গুমান ত্যজিয়া, ভজিতে নারিলে,
কিসে এ বড়াই কর॥
ব্রজে পরকীয়া, মর্ম্ম না জানিয়া,
যদি বা ভাবহ কাম।
কহে প্রেমানন্দ, ব্রজ ভাবি সেহ,
শেষে যাবে অন্য ধাম॥

( ১০৬ )

এ মন! তু বড় কলির ভূত।
কর বল জারি, শূন্যে দিয়া বাড়ি,
হাসয়ে তপন-সুত॥
ভূতের বাপের, শ্রাদ্ধ কর নিতি,
ভূতের বেগার খাট।
লাজ নাহি মুখে, কাল কাট' সুখে,
চলিছ যমের বাট॥
কামিনী কাঞ্চন, হৃদয়রঞ্জন,
তাহাতে মগন থাক।
ওদিগ তোমার, কি দশা ঘটিছে,
তার কিছু খোঁজ রাখ॥
চৌরাশি-নরকে, যাবে একেএকে,
পথ পরিষ্কার প্রায়।

কপালের জোর, বড় বটে তোর,
বাহাদুরি হবে তায়॥
মূরখ বর্ব্বর, সুযুকতি ধর,
যদি তরিবারে চাও।
কহে প্রেমানন্দে, মনের আনন্দে,
সদা হরিগুণ গাও॥

( ১০৭ )

এ মন! পামর-মত ভুল রে।
শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ,
কহ মন! রাধাকৃষ্ণ হরে॥
পীতাম্বর ঘনশ্যাম, হৃষীকেশ রসধাম,
কিশোরী কিশোরবর হরে॥
গোবর্দ্ধনধর, ধরণীসুধাকর,
কহ মন! রাধাকৃষ্ণ হরে॥
কালীয়-দমন, অঘাসুর-ঘাতন,
গোকুল-পালক দামোদরে।
গোপাল গোবিন্দ, ব্রহ্মা-দেবেশ-বন্দ্য,
কহ মন! রাধাকৃষ্ণ হরে॥
হে হরি কেশব, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন,
পুণ্ডরীকাক্ষ মুরারে।
জয় জগবন্ধু, বামন যাদবাচ্যুত,
শ্রীপতি ধরণীধরে॥

রাম নারায়ণ, পঙ্কজ-লোচন,
কহ মন ! রাধাকৃষ্ণ হরে।
দুরিত-নিবারণ, পতিত-উদ্ধারণ,
ভকতবৎসল কংসারে ॥
দেবকী-নন্দন, দুষ্ট-বিনাশন,
কহ মন ! রাধাকৃষ্ণ হরে।
দুঃখিকরুণাকর, দীন-দয়ানিধি,
মথুরেশ ব্রজনাথ হরে ॥
গোকুলচন্দ্র, মুকুন্দ মাধব,
কহ মন ! রাধাকৃষ্ণ হরে।
কহে প্রেমানন্দ, অহর্নিশি ফুকরি,
কহ মন ! রাধাকৃষ্ণ হরে ॥

( ১০৮ )

ভাই রে ! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই,
গোরা বড় পতিতপাবন ॥
হেন অবতারে যার, নহিল ভকতিলেশ,
বল তার কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল,
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় ॥
হেম-জলদ-কায়, প্রেমধারা বরিষয়,
করুণাময় অবতার।

গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে জন শীতল নৈল,
কি জানি কেমন মন তার ॥
কলি-ভব-সাগরে, নিজ নাম ভেলা করি,
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে,
এ প্রেমানন্দের পরিহার ॥